# অনল-প্রবাহ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

প্রকাশক—
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বি-এ,
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্‌লিশার্স, লিমিটেড,
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

# সূচীপত্র

# উৎসর্গ

ইস্‌লামের গৌরবের বিজয় কেতন
হে মোর  আশার দীপ নব্য যুবগণ।
মোস্‌লেমের অভ্যুত্থানে
ইসলামের জয় গানে
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন।
জাগাতে অতীত স্মৃতি
জাগাতে জাতীয় প্রীতি।
অনল প্রবাহ্‌ খানি করিয়া রচন
বড় আশে বড় সাধে,
দিনু তোমাদের হাতে
হউক অনলময় অলস জীবন।
আবার উত্থান লক্ষ্যে,
বহাও জগত বক্ষে
নব–জীবনের খর প্রবাহ্‌ প্লাবন।
আবার জাতীয় কেতু,
উড়াও মুক্তির হেতু
উঠুক গগণে পুনঃ রক্তিম তপন।

# অনল-প্রবাহ

(১)

আর ঘুমিও না নয়ম মেলিয়া
উঠরে মোস্‌লেম উঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া,
পূত বিভু নাম স্মরণ করি।

যুগল নয়ন করি উন্মীলন,
কর চারিদিকে কর বিলোকন,
অবসর পেয়ে দেখ শত্রুগণ,
করেছে কীদৃশ অনিষ্ট সাধন,
দেখরে চাহিয়া অতীত স্মরি।

(২)

দেখ দেখ চেয়ে নিদ্রার বিঘোরে,
কত উচ্চ হ'তে কত নিম্ন স্তরে,
গিয়াছ পড়িয়া দেখ ভাল ক'রে,
ফিরা'য়ে অতীতে নয়ন দুটী।

অই দেখ চেয়ে অবনী মণ্ডলী,
ল'য়ে নানা জাতি হ'য়ে কুতূহলী,
বিজয় উল্লাসে 'জয়' রব তুলি,
বাধা বিঘ্ন আদি পদযুগে দলি,
তোমাদের তরে পিছনেতে ফেলি,
উন্নতির পথে চলেছে ছুটি।

(৩)

জাগ তবে সবে জাগ এই বেলা,
আলস্যেতে আর কাটিও না বেলা,
এখনো যদি রে কর অবহেলা
পারিবে না তবে জাগিতে আর।
বিলম্ব আর না জাগ জাগ তবে,

প্রমত্ত হইয়া মাতাইয়া সবে,
উন্নতির পথে "আল্লা" "আল্লা" রবে,
ধাও রে সকলে ধাও একবার।

(৪)

যাও কর্ম্মক্ষেত্রে করি প্রাণপণ
গভীর নিনাদে কাঁপা'য়ে ভুবন,
পূর্ব্ব স্থান পুনঃ কররে গ্রহণ,
হৃদয় হইতে বিনাশিয়া ত্রাস।

একাগ্রতা-অসি ধরি করতলে,
একতা-নিশান উড়ায়ে খ-তলে,
বলীয়ান হ'য়ে হৃদয়ের বলে,
বাধা বিঘ্ন যত করহ নাশ।

(৫)

"মাভৈঃ মাভৈঃ" উচ্চারি সঘনে,
ধাও উচ্চ লক্ষ্যে কর্ত্তব্য-সাধনে,
যেমতি মৃগেন্দ্র শিকারের পানে,
তৃণ গুল্ম দলি ছুটিয়া যায়।

তেমতি প্রকারে সাহস ধরিয়া,
বাধা বিঘ্ন আদি চরণে দলিয়া,
উন্নতির পথে চলরে ছুটিয়া,
যতই সাধনা হ'কনা তায়।

(৬)

নীরদ-নিস্বনে কাঁপা'য়ে বিমান,
উড়ায়ে অম্বরে গৌরব নিশান,
ঐক্য-সূত্রে বাঁধি পরাণে পরাণ,
কর্ত্তব্য সাধনে ধাও রে সবে।

রে মোস্‌লেম সুত ! দেখরে চাহিয়া,
কুহেলি তিমির গিয়াছে কাটিয়া,
বিলম্ব আর না এখনি উঠিয়া
বীর দর্প ভরে সাহস ধরিয়া,
উন্নতির পথে ধাও "আল্লা" রবে।

(৭)

অইরে মোস্‌লেম ! দেখরে চাহিয়া,
নির্জীব যে জাতি তারাও সাজিয়া,
তারাও কেমন সাহস ধরিয়া
উন্নতির পথে ধাইছে ছুটি।

তোমাদের তবে নিদ্রিত দেখিয়া,
প্রকাশ্যে তোদেরে অবজ্ঞা করিয়া,
দেখ্‌রে কেমন চলেছে ছুটিয়া,
দেখ্‌রে মেলিয়া নয়ন দুটী।

(৮)

ছি ছি ছি ! কি লাজ ! ফেটে যায় প্রাণ,
সবাই তোদেরে করে অপমান,
তবুও কি তোরা রহিবি অজ্ঞান,
আলস্য-শয্যায় নিদ্রিত হইয়া ?

দেখরে চাহিয়া কত নীচ জাতি,
তারাও জ্বালিছে উন্নতির ভাতি,
তারাও ছুটিছে কিবা দ্রুতগতি,
নবীন উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া।

(৯)

সহস্র বর্ষের পতিত দলিত,
শতধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত,
অই হিন্দু জাতি হ'য়ে একমত,
সাধিতেছে কিবা মহা অভ্যুত্থান।
নিজ বাহুবলে নিজ পদভরে,
দাঁড়াইতে তার অবনীর পরে,
সৌভাগ্য-পতাকা উড়াতে অম্বরে,
হইয়াছে হের সবে একপ্রাণ !

(১০)

পতিত ভারতে করিতে উদ্ধার,
ঘুচাতে দাসত্ব-কলঙ্কের ভার,
আনিতে ভারতে স্বাধীন জীবন,
জাতীয় কলঙ্ক করিতে মোচন,

করেছে সকলে কি পণ কঠিন !
কিন্তু হ'য়ে তোরা বীর কুলোদ্ভব,
আজি যেন হায় ! মৃতপ্রায় সব,
উচ্চ লক্ষ্য আশা উন্নত ধারণা,
বিসর্জ্জন দিয়া উন্নত কল্পনা
হয়েছ অধম ঘৃণিত হীন !

(১১)

শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া,
গৌরব মর্যাদা সকলি ভুলিয়া,
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়া,
হয়েছ ঘৃণিত গোলাম জাতি।

ভুলি স্বাধীনতা, স্বর্ণ সিংহাসন,
ভুলি বীর-ধর্ম্ম অপার্থিব ধন,
ভুলি 'শাহীতাজ' চির-রুচি ধন
বিষাদে যাপিস্ দিবস রাতি।

(১২)

যে সকল জাতি বসি পদতলে,
আহরিল জ্ঞান মনোকুতূহলে,
সেবিল চরণ ভক্তি পুষ্পদলে,
তোমাদের কাছে সভ্যতা শিখিয়া,
উঠেছে যাহারা গৌরবে মাতিয়া,
দেখ তারা আজি মস্তক পরে।
হের তারা আজি কিবা সমুন্নত,
শাসিছে তোদেরে হরষে নিয়ত,
বীর্য্য-শৌর্য্য জ্ঞানে কিবা বিমণ্ডিত,
কাঁপিছে ধরণী বিক্রম ভরে।

(১৩)

কিন্তু হায় ! তোরা আঁধারে পড়িয়া,
বিপথে কুপথে চ'লেছ ছুটিয়া,
জাতীয় উত্থান বিস্মৃত হইয়া,
ক্ষুদ্র স্বার্থমাঝে মরিছ ডুবিয়া,
মরণের খাত কাটি স্বকরে।

অর্থ বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্র হারিয়ে
অকূল পাথারে মরিছ ডুবি'য়ে,
মূর্খতা-কুহকে হয়ে জড়ীভূত
আলোকের রাজ্যে আজি অন্ধীভূত
দুরবস্থা হেরি প্রাণ বিদরে।

(১৪)

যে জাতি জগতে আলো ছড়াইল,
বীরদাপে যার ভুবন কাঁপিল,
জগৎ যাদের চরণে লুঠিল,
তারা আজি বিশ্বে ঘোর হতমান !

যাও দেশে দেশে কর দরশন,
আছে কত কীর্ত্তি ধরণী শোভন,
মিনার, মস্‌জিদ প্রাসাদ, ভবন,
দুর্গ, গড়খাই, সেতু, উপবন,
কত বিদ্যালয়, কত শিল্পশালা
দীঘি, সরোবর, কত খাল নালা,
হইয়াছে এবে ভগ্ন জীর্ণ ম্লান ! !

(১৫)

কোথা গেল সেই আত্ম-অভিমান ?
কোথা গেল সেই বিপুল সম্মান ?
কোথা গেল সেই চরিত্র মহান ?
কোথা গেল সেই প্রভুত্ব অপার ?

কোথা ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন ?
কোথা সে স্পেনের মহিমা-কেতন ?
কোথা আরবের প্রতাপ-তপন
সকলি কি আজি ঘোর অন্ধকার !

(১৬)

কোথায় তোদের বিজয়ী বাহিনী ?
কোথায় তোদের গৌরব কাহিনী ?
এল একি ঘোর আঁধার যামিনী !
দেখি না গৌরব আলোক-রেখা।

পাঠানের তেজঃ; মোগল বিক্রম,
ইরাণের চারু, বিলাস-বিভ্রম,
আরবীর সেই প্রতাপ প্রচণ্ড,
কোথা তাহার সভ্যতা মার্ত্তণ্ড,
কিছুই যে আর যায়না দেখা !

(১৭)

কোথা সে বোগদাদ, কায়রো, গজনী ?
কোথায় কর্ডোভা য়ুরোপার মণি ;
কোথায় গ্রাণাডা, দিল্লী, ইস্পাহান ;
কোথা সমরখন্দ, আর কায়রোয়ান ;
সকলি রে ! আজি আঁধার হায় !

কোথায় সাহিত্যের খর আলোচনা ?
কোথা সে বাগ্মিতা ? – পূর্ণ উদ্দীপনা,
কোথা কবিত্বের ঝঙ্কার মূর্চ্ছনা ?
সকলি যে আজি বিলুপ্ত প্রায় !

১৮

কোথা দর্শনের তত্ত্ব-আলোচনা ?
কোথা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম গবেষণা ?
চিকিৎসা বিদ্যার কোথা সে সাধনা ?
সকলি কি সেই অতীত গরভে ?

কোথা হায় ! সেই শিল্প নিপুণতা ?
কোথা হায় ! সেই সময় দক্ষতা ?
কোথা শক্রপাতে ঘোর প্রমত্ততা ?
বাণিজ্য-গৌরব কোথায় এবে !

(১৯)

ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি বীরত্বের গর্ব্ব
সকলি কি হায় ! হ'য়ে গেল খর্ব্ব ?
বিলুপ্ত কি হায় ! ইস্‌লামের দর্প ?
কোন্ সাধে তবে ধরিস্ জীবন !

তোদের গৌরব প্রশংসা কাহিনী,
ছেয়েছিল এই বিশাল অবনী

তোরাই ছিলিরে জগতের মণি
ছিলিরে তোদের বিশ্ব-সিংহাসন্ !

(২০)

সবাই তোদের পূজিত চরণ !
সবাই করিত মহিমা কীর্ত্তন ! !
ছিল আজ্ঞাবহ বিশাল ভুবন ! ! !
ব্যস্ত ছিল ধরা তোদের কাজে।

কিন্তু এবে হায় ! তোদের অখ্যাতি
কীর্ত্তন করিছে সবে দিবা রাতি,
বিশাল জগতে ঘৃণা টিট্‌কারী,
উথলি উঠিছে দিগন্ত ঠিকরি,
ফাটে এ হৃদয় বিষম লাজে ! !

(২১)

চেয়ে দেখ অই কত হীন দাস,
কল্পনার বলে রচি উপন্যাস,
মিথ্যা কলঙ্কের করিয়া বিন্যাস,
করিছে তোদেরে কত উপহাস
শ্রবণে সে সব নাহি কি বাজে ?

যে সকল জাতি ছিল রে গোলাম,
তাদের কাছেও আজি হতমান,
ভূনত জানুতে অবনত শিরে,
থাকিত যাহারা তোদের হুজুরে,
তোরাই আজি রে তাহাদের দ্বারে
দাঁড়াইয়া দীন ভিখারী সাজে !

(২২)

তোদের হীনতা দীনতার কথা,
প্রকাশিত আজি বিশ্বে যথা তথা
তোদের আলস্য ঔদাস্য কাহিনী,
ঘোষিছে জগৎ দিবস যামিনী,
কলঙ্কের পঙ্কে বিলিপ্ত বদন।

সহস্র লাঞ্ছনা অযুত গঞ্জনা,
কত যে অবজ্ঞা কত যে পীড়না
দিতেছে এ প্রাণে বিষম বেদনা
করিছে কতই ঘৃণার সৃজন ! !

(২৩)

কোন্ সাধে তবে ধরিস্ জীবন ?
নাহি কি তোদের সরম সম্ভ্রম ?
নাহি কি তোদের বিন্দু উদ্বোধন ?
নাকি কি তোদের বিক্রম, চেতন ?
নাহি কি শিরায় শোণিতের ধার ?
নাহি কিরে ঘৃণা ক্রোধ অহঙ্কার ?
যদি থাকে, তবে জাগ একবার,
দেখ চারিদিক নয়ন মেলে।

সহেনা সহেনা সহেনারে আর,
এ হেন ঘৃণিত কলঙ্কের ভার,
সহেনারে আর হেন টিট্‌কার,
তপ্ত ঘৃত যেন দেয়রে ঢে'লে।

(২৪)

সিংহের ঔরসে লভিয়া জনম
হয়েছিস্ হায় ! শৃগাল অধম !
হায় রে কি কব ! বিদরে মরম,
এ কমল প্রাণ সতত জ্বলে।

'অনলের জাতি' তোরা যে অনল
তবে কেন আজি অলস দুর্ব্বল ?
জাগ্‌রে সকলে ধরি পূর্ব্ব বল,
আলস্য জড়তা চরণে দ'লে।

(২৫)

দেখ্ ধরাবাসী নব উৎসাহেতে,
ছুটিছে কেমন উন্নতির পথে,
কাঁপায়ে জগৎ "মাভৈঃ" রবেতে
জাতীয় উন্নতি সাধন তরে।

দেখ্‌রে চাহিয়া অই রে খ্রীষ্টান,
বীর দর্প ভরে ধরি নব প্রাণ,
জগৎ জুড়িয়া বিজয় নিশান,
উড়াইছে কিবা গৌরব ভরে।

(২৬)

অযুত অযুত বাণিজ্য-তরণী,
ভেদি সিন্ধু বারি দিবস রজনী,
রজত কাঞ্চন নানা রত্ন মণি,
আনিতেছে কত বিদেশ হইতে !

কোটী রণতরী ভীম আস্ফালনে,
বিচরে নিয়ত সাগর জীবনে,
সন্ত্রস্ত করিয়া জলচরগণে
যেনরে বিক্রমে অবনী দলিতে।

(২৭)

অই দেখ্‌ চেয়ে ফরাসী জর্ম্মাণ,
রুসিয়া অষ্ট্রিয়া বৃটন জাপান,
সকলেই আজি ধরি নব প্রাণ,
ভৈরব হুঙ্কারে কাঁপায়ে বিমান,
যেন রে এ বিশ্ব দলিতে চায়।
তবে তোরা বল্‌ কিসের কারণে
রহিস্‌ শায়িত আলস্য-শয়নে
ঘৃণিত অধম হইয়া ভুবনে,
কে চায় থাকিতে বল রে হায় !

(২৮)

দেখ একবার ইতিহাস খুলি,
কত উচ্চে তোরা অধিষ্ঠিত ছিলি,
তথা হ'তে হায় ! কেন রে পড়িলি,
নয়ন মেলিয়া দেখ এক বার।
বিস্মৃত হইয়া পবিত্র কোরাণ,
হারায়ে একতা হারায়ে বিজ্ঞান,
হায়রে ! এখন হ'য়ে হীন প্রাণ,
এ বিশ্ব সংসার দেখিস্‌ আঁধার।

(২৯)

দিন দিন তোরা আপনা ভুলিয়া,
পাপের কুহকে পতিত হইয়া,
অবনতি–কূপে ক্রমশঃ ডুবিয়া,
হ'তেছিস্ ক্রমে মনুষ্যত্বহীন।

ঐক্যের মহিমা বিস্মৃত হইয়া,
ইস্লামের শিরে কুঠার হানিয়া,
দলে দলে সব বিভক্ত হইয়া,
হ'তেছিস্ ক্রমে দীন হীন ক্ষীণ।

(৩০)

অতীতের দিকে দেখ্ চেয়ে হায়!
তোরাই ছিলিরে প্রধান ধরায়,
তোদের চরণ সেবিত সবায়,
কৃতাঞ্জলি পুটে বিনত–শিরে।

আটলান্টিক হ'তে প্রশান্ত সাগর,
তোরাই ইহার ছিলি একেশ্বর,
তোদের প্রতাপে থর থর থর,
কাঁপিত বসুধা অতীব অধীরে।

(৩১)

হিন্দু পারসিক বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান,
হেরিয়া তোদের অপূর্ব্ব উত্থান,
হেরিয়া তোদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,
দেবতা বলিয়া ভাবিত মনে।

দেখিয়া তোদের বিক্রম ভীষণ,
শ্রবণি তোদের ভৈরব গর্জ্জন,
জ্বলন্ত মহিমা করি দরশন,
দেবতার সম হেরিত নয়নে।

(৩২)

আরবের প্রান্তে উদ্ভূত হইয়া,
ইস্লাম–রশ্মিতে প্রদীপ্ত হইয়া,

পঞ্চাশৎ বর্ষে অবনী দলিয়া,
ইস্লাম–মহিমা করিলে বিস্তার।

অগণন শত্রু নিধন করিয়া,
বিজয় নিশান গগণে তুলিয়া,
"আল্লাহু আকবর" ঘন উচ্চরিয়া,
পাপ তাপ রাশি করিলে সংহার।

(৩৩)

সভ্যতা–আলোক করি বিকীরণ,
জগতের তমঃ করিলে হরণ
'একেশ্বরবাদ' ধরায় স্থাপন
করিলে উল্লাসে পরম যতনে !

বিভু পদে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া
স্বার্থপরতায় জলাঞ্জলি দিয়া,
চরিত্র প্রভাবে উজ্জ্বল হইয়া,
হ'য়েছিলে পূজ্য এ ভব–ভবনে।

(৩৪)

বহু বর্ষাবধি নিখিল ভুবন,
মূর্খতা–তিমিরে ছিল নিমগন,
নাহি ছিল 'সাম্য' 'স্বাধীনতা' ধন,
পাপের দুর্ভেদ্য–দুর্গ অগণন,
হ'য়েছিল সৃষ্ট পৃথিবী তলে।

গ্রীস ও রোমের দর্শন বিজ্ঞান,
হ'য়েছিল হায় ! সব তিরোধান,
ন্যায় ও সত্যের না ছিল সম্মান,
"একেশ্বরবাদ" লুপ্ত এক কালে।

(৩৫)

তোমরাই করে ধরিয়া কোরাণ
স্বর্গীয় জ্যোতিতে হ'য়ে জ্যোতিষ্মাণ,
ছুটী চারিদিকে উল্কার সমান,
সাম্য–স্বাধীনতা করিলে স্থাপন।

জলদ-নির্ঘোষে করিলে প্রচার,
'উপাস্য নাহিক আল্লা ভিন্ন আর'
তোমরা করিলে বিজ্ঞান প্রচার,
আলোচিলা আর গণিত দর্শন।

(৩৬)

পারস্যের 'অগ্নি' তোমরা নিভালে,
ভারতের 'মূর্ত্তি' তোমরা ভাঙ্গিলে,
চীনের 'নাস্তিক্য' তোমরা তুড়িলে,
য়ূরোপের 'ত্রিত্ব' তোমরা নাশিলে,
'জড়-উপাসনা' তোমরা ভস্মিলে।

নাশিলে তোমরা ঘৃণ্য ব্যভিচার,
জাতিভেদ প্রথা করিলে সংহার,
মদ্য-বেশ্যা-সুদ কৈলে ছারখার,
আর কত পাপ বিদূর করিলে।

(৩৭)

তোমরা স্থাপিলে একত্ব বন্ধন,
সত্যের মহিমা করিলে ঘোষণ,
বিদ্যার আলোক কৈলে বিতরণ,
ভ্রাতৃ-প্রেমে মত্ত করিলে ভুবন,
নারীর মর্য্যাদা করিলে স্থাপন ;
সাজা'লে ধরায় স্বর্গীয় ভূষণে।
কোটি কোটি কোটি খ্রীষ্টান নাস্তিক,
কোটি কোটি কোটি বৌদ্ধ পৌত্তলিক,
ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম (অসার অলীক)
গ্রহিল ইসলাম একাগ্র মনে।

(৩৮)

ভূ-নত জানুতে অবনত শিরে,
যতেক কাফের প্রফুল্ল অন্তরে,
সেবিল চরণ ভক্তি সহকারে,
কৃতার্থ ভাবিয়া স্বকীয় জীবন !

এশিয়া য়ূরোপ আফ্রিকা ব্যাপিয়া,

লক্ষৈক কেতন গগনে তুলিয়া,
দুন্দুভি নিনাদে বিশ্ব প্রকম্পিয়া,
অবনী মণ্ডল করিলে শাসন।

(৩৯)

এখনও দেখ ইউরোপ খণ্ড,
শাসিতেছে রুম বিক্রমে প্রচণ্ড,
অরাতি নিকরে বরি লণ্ডভণ্ড
গগনে তুলিয়া চন্দ্রার্দ্ধ কেতন।
জেরু-জালেমের সুনীল আকাশে,
ইসলাম পতাকা গৌরব বিকাশে,
এখনো উড়িয়া সুমন্দ বাতাসে,
ইসলাম বিক্রম করিছে ঘোষণা।

(৪০)

এখনও দেখ মরক্কো সুদানে,
এখনও দেখ ইরাণে তুরাণে,
এখনও দেখ মিশর আফগানে,
গরজে মোস্‌লেম বীর দম্ভ ভরে।

এখনো তাঁদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি,
এখনো তাঁদের বীর্য্য শৌর্য্য ঋদ্ধি,
এখনো তাঁদের সাধনার সিদ্ধি,
চকিত হেরিয়া অমর নিকরে।

(৪১)

যাক্ সে সকল দাওরে ছাড়িয়া,
ভারতেই দেখ নয়ন মেলিয়া,
অযোধ্যা পাঞ্জাব বোম্বাই যুড়িয়া,
যত মুসলমান ঐক্যেতে মিলিয়া,
অতীত গৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া,
ছুটিছে কেমন উন্নতি-পথে।

দেখ্ তাঁরা সবে করি প্রাণপণ,
জাতীয় উন্নতি করিতে সাধন,
"মাভৈঃ" "মাভৈঃ" করি উচ্চারণ,

(৪২)

তবে তোরা বল্ কিসের কারণে,
রহিস্ শায়িত আলস্য-শয়নে
ঘৃণিত অধম হইয়া ভুবনে
মানব হইয়া কে থাকিতে চায় !

ইহ্-পরকালে বিজয়ী তোমরা,
তবে কেন আজি হয়ে আত্মহারা,
ভুলিয়া কর্ত্তব্য দীনহীন পারা,
পশুর সমান নিবাস হায় !

(৪৩)

দেখ্ চেয়ে দেখ্ সেই দিবাকর,
এখনো তেমনি বিতরিছে কর,
এখনো তেমনি সুনীল অম্বর,
র'য়েছে উপরি বিস্তারি কায়।

এখনো তেমনি আইলে যামিনী,
হাসে তারা দল ফুটে কুমুদিনী ;
এখনো তেমনি ঝলে সৌদামিনী,
সুদূর আকাশে মেঘের গায়।

(৪৪)

এখনো তেমনি বহে সমীরণ,
কাঁপায়ে বিটপী করি শন্ শন্ ;
এখনো তেমনি তরঙ্গিণিগণ,
তরঙ্গ তুলিয়া সাগরে ছুটে।

এখনো তেমনি বসন্ত শরতে,
সাজে বসুমতি নূতন বেশেতে ;
এখনো তেমনি প্রভাত কালেতে
সহস্র কুসুম ফুটিয়া উঠে।

(৪৫)

এখনো তেমনি পর্ব্বত-শিখরে,
সান্দ্র মেঘমালা নানা ক্রীড়া করে,

এখনো তেমনি গরজি গভীরে,
কুলিশ প্রক্ষেপি মহাক্রোধ ভরে,
পাষাণ-শিখর ভাঙ্গিয়া ফেলে।

এখনো তেমনি সাগরের জলে,
খেলে তুঙ্গ-উর্ম্মি দলে দলে দলে,
কাঁপায়ে দিগন্ত ভীষণ কল্লোলে,
আকাশের গায়ে তুঙ্গ তনু তুলে।

(৪৬)

সকলি তেমন সজীব ভাবেতে,
র'য়েছে ধরায় প্রতাপ সহিতে
তেমনি প্রকার অদম্য গতিতে
এখনো ছুটেছে উন্নতি-রথে।

শুধু হায়! তোরা বিশাল ধরায়,
আছিস্ নিদ্রিত আলস্য-শয্যায়,
তোরাই কেবল হায়! হায়!! হায়!!
ছুটিস্ না আর সৌভাগ্য-পথে!

(৪৭)

কোথারে তোদের সে যশঃ সৌরভ?
কোথারে তোদের সে ধন বৈভব?
কোথারে তোদের ধর্ম্মের গৌরব?
সকলি কি হায়! ভাসিয়া গেল?

কোথা হায়! সেই বিজ্ঞানের প্রভা?
কোথা হায়! সেই বিজয়ের আভা?
কোথা হায়! সেই মহিমার বিভা?
সকলি কি হায়! নিভিয়া গেল?

(৪৮)

কোথারে তাদের সেই রাজদণ্ড?
কোথারে তোদের বিক্রম প্রচণ্ড?
কোথারে তোদের উন্নতি-মার্ত্তণ্ড?
সকলি কি হায়! হইল লীন?

কোথারে তোদের সে বাণিজ্য-তরী?
কোথা চর্ম্মবর্ম্ম? কোথা তরবারি?
কোথা সিংহাসন? কোথা সৌধ সারি?
কোথা সে প্রভাব অনন্ত অসীম।

(৪৯)

কোথারে তোদের দুশ্ছেদ্য একতা?
কোথারে তোদের সাহসশীলতা?
কোথারে তোদের মহা জাতীয়তা?
কোথারে তোদের উদ্যম উৎসাহ?

কোথারে তোদের বিদ্যা-আলোচনা?
কোথারে তোদের উন্নত-কামনা?
কোথারে তোদের অদম্য বাসনা?
কোথারে অভ্রান্ত বুদ্ধির প্রবাহ?

(৫০)

কোথারে তোদের নিঃস্বার্থপরতা?
কোথারে তোদের মৈত্রী উদারতা?
কোথারে তোদের অখণ্ড প্রভুতা?
কোথারে তোদের প্রতাপ জ্বলন্ত?

কোথারে তোদের গরিমা অসীম?
কোথারে বিক্রম কুলিশ প্রতিম?
কোথারে তোদের সাধনা অসীম?
সকলি কি হায়! হইল অন্ত!!!

(৫১)

সব হারাইয়া বল তবে হায়!
কোন্ সাধে তোরা আছিস্ ধরায়?
লাজে এ হৃদয়, হায় ! ফেটে যায়,
কহিব কাহারে মরম-যাতনা!
মৃতপ্রায় হায় কোন্ সাধে তোরা,
আছিস্ আলস্যে হয়ে আত্মহারা?
ভাবিলে দুর্দ্দশা বহে অশ্রুধারা,
হবে না কি আর তোদের চেতনা?

(৫২)

এ বিশ্ব সংসারে বল্ কিসে হায়!
তোদের মতন আপনা হারায়?
তোদের তুলনা বিশাল ধরায়
কিছুই ত নাহি করি দরশন।
হারায় কি অগ্নি দহন শকতি?
হারায় বিক্রম কবে পশুপতি?
হারায় কি বিষ কভু বক্রগতি?
হারায় কি বজ্র গভীর গর্জ্জন!

(৫৩)

জাগ তবে সবে জাগ্ একবার
গভীর নিনাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার
আলস্য–জড়তা করি পরিহার,
কর্ত্তব্য সাধনে ধাওরে সবে।

দেখুক জগৎ বিস্ময়ে চাহিয়া
সুষুপ্ত মোস্লেম শয়ন ত্যজিয়া
উঠিল যুগল নয়ন মেলিয়া
রাখিল প্রাধান্য বিপুল ভবে।

(৫৪)

কি ভয় ওরেরে মোস্লেম–নন্দন
চেষ্টার অলভ্য আছে কোন ধন?
বিদ্যা উপার্জ্জনে দেহ প্রাণ মন,
সৌভাগ্য–তপন উদিত হয়।

জাতীয় উন্নতি সাধন কারণ
উৎসর্গ করবে স্বকীয় জীবন,
হবে ধন্য মান্য–মানব জনম
চিরদিন বিশ্বে অমর রবে।

(৫৫)

বল্ বল্ ওরে মোস্লেম নন্দন,
কেন রে তোদের মলিন বদন?
কেনরে তোদের নিষ্প্রভ নয়ন?

কেনরে তোদেরা হতাশ জীবন ?
কেনরে তোদের লাঞ্ছনা বিষম ?
জাতীয় জীবন আঁধার কেন ?

হৃদয়ের তেজঃ মানসের বল
নাহি আজ কেন ? কোথা গেল বল্
নাহি চিন্তাশক্তি নাহি বুদ্ধি বল
কেন কেন আজি কেনরে হেন ?

(৫৬)

এ বিশ্ব-বিজয়ী মহাজাতি যাঁরা,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহা ক্ষেত্র ভরা
যাঁদের চিন্তায় ; এখনও ধরা,
যাঁদের শাসন শিরেতে বহে !

সেই জাতি মাঝে হয়ে তোরা গণ্য
কেন আজি হায় ! ঘৃণিত নগণ্য
বিষয় বিভব বিদ্যা বুদ্ধি শূন্য,
অন্ন বিনা হায় ! উদর দহে !

(৫৭)

সম্রাটের জাতি ভিখারী সমান !
অহো কি দুর্দ্দশা ফেটে যায় প্রাণ
কি বিষম লাজ ! কি যে অপমান
দেখ্ এক বার দেখ্‌রে ভেবে।

তোরাই ছিলিরে ধরার প্রধান,
কোন্ জাতি ছিল তোদের সমান ?
তোদের সভ্যতা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,
ল'য়ে এ জগৎ উন্নত এবে।

(৫৮)

উঠ তবে ভাই ! উঠ মুসলমান,
জাগ তবে সবে ধরি নব প্রাণ,
সাধহ কর্ত্তব্য রাখিবারে মান,
এখনি নিশার হবে অবসান ! !
এখনি ভাতিবে আলোক রাশি।

দারিদ্র্যের জ্বালা হবে অবসান
মূর্খতা-তিমির হবে তিরোধান,
ফিরিবে অতীত গৌরব সম্মান,
ত্বরা সুখ-রবি উদিবে হাসি।

(৫৯)

বাজ্ তবে শিঙ্গা বাজ্ উচ্চৈঃস্বরে
বাজ্‌রে দামামা জলদ গভীরে
বহরে পবন স্বন্ স্বন্ স্বরে,
ছুট্ জলরাশি তর তর তরে,
নাচ্‌রে শোণিত ধবনী ভিতরে
উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্ মুসলমান।

কি ভয় কি ভয়? ওরে মুসলমান!
কিবা চিন্তা ওরে বল মুসলমান!
কর আজি পণ স্বকীর পরাণ
ফিরাতে অতীত গৌরব সম্মান
তুলিতে অম্বর সৌভাগ্য-নিশান।

(৬০)

বিদ্যা উপার্জ্জনে দেহ প্রাণ মন,
বাণিজ্যেতে সবে হওরে মগন,
সমর চর্চ্চায় হওরে মগন
আলস্য-শৃঙ্খল কররে ছেদন,
ভস্মীভূত কর বিলাস-ব্যসন,
সাহস উৎসাহ হৃদয়ে ধর।
বিবিধ ভাষার কর আলোচনা,
বিবিধ ভাষার কর অরচনা,
রচরে কবিতা রচ উদ্দীপনা,
অতীত গৌরব করবে ঘোষণা
কোরাণের শিক্ষা প্রচার কর।

(৬১)

লিখরে জীবনী লিখ ইতিহাস,
লিখ বীর-গাঁথা করহ প্রকাশ,
জতীয় চিত্রের জ্বলন্ত আভাস,
সবার নয়নে করহ ধারণ।

স্ত্রী জাতির তরে দাও শিক্ষা দাও,
জাতীয় উত্থানে তাদেরে মাতাও।
বাল্য-পরিণয় উঠাইয়া দাও,
সাম্য স্বাধীনতা তাহাদের দাও
উদিবে অচিরে সৌভাগ্য-তপন।

(৬২)

বীর পরিচ্ছদ কর পরিধান,
দীপক মল্লারে ধরি উচ্চ তান,
জাতীয় সঙ্গীত কর সবে গান,
ডাক এক মনে 'রহিম' 'রহমান'
মিশাও সবার পরাণে পরাণ
আপনি সৌভাগ্য দাঁড়াবে আসি।
'মজ্‌হাব' গঠন দাওরে ছাড়িয়া,
সব এক হও মিলিয়া মিশিয়া,
'হানিফী' 'ওহাবী' ফেলরে ভাঙ্গিয়া
তুচ্ছ মতানৈক্য দাও জ্বালাইয়া
আপনি উন্নতি হইবে দাসী !

(৬৩)

নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে যাও
এস্লাম-মহিমা সুগভীরে গাও,
বালক-বালিকা সবে শিক্ষা দাও,
জাতীয় সঙ্গীতে সবারে মাতাও
নিজ পদভরে বিক্রমে দাঁড়াও
'জাতীয়-সমিতি' করহ স্থাপন।
শত শত পোত ভাসাও সাগরে,
ত্যাজি ভয় ডর প্রফুল্ল অন্তরে,
বাণিজ্যের হেতু যাও দেশান্তরে
আনহ সংগ্রহি রজত কাঞ্চন।

(৬৪)

আও ত্বরা তবে আও মুসলমান,
হও হও সবে হও একপ্রাণ,
উড়াও সকলে গৌরব নিশান,

জলদ–গভীরে বাজাও বিষাণ,
ধরহ করেতে কর্ম্মের কৃপাণ
করহ সকলে মহা অভ্যুত্থান,
কর্ত্তব্য সাধনে করহ পণ।
গাও বজ্রনাদে 'আল্লাহু আকবর'
কাঁপিয়া উঠুক বিশ্ব চরাচর
স্তম্ভিত হউক অরাতি নিকর
প্রতিধ্বনি তার ভরুক ভুবন।

(৬৫)
বাজ, তবে শিঙ্গা গভীর স্বননে
কাঁপায়ে ভুবনে কাঁপায়ে গগনে
শুনায়ে বিশ্বের জীবজন্তু গণে,
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

গাওরে বিহঙ্গ ! গাও শাখি পরে,
গাও ভৈরবীতে প্রফুল্ল অন্তরে,
শুনাও শুনাও সকলের তরে
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

(৬৬)
অয়ি তরঙ্গিণি ! কল্ কল্ স্বরে
কহ যেয়ে ত্বরা সাগরের তরে
মাতাইয়া আজি যত জলচরে
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

বহরে পবন স্বন্ স্বন স্বরে
কাঁপাইয়া যত বিটপ–নিকরে,
ঘোষণা করহ অবনী অম্বরে
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

(৬৭)
কোথা উল্কারাশি ! স্বকক্ষ ছাড়িয়া
দিক্ দিগন্তরে পড়বে ছুটিয়া
আলোক ছটায় বিশ্ব উজলিয়া
আজি মোস্লেমের ভাঙ্গিবে ঘুম।

আজিরে প্রভাতে নূতন প্রভায়
সাজ দিনমণি সাজরে ত্বরায়
লোহিত কিরণে ছাইয়া ধরায়
আজি মোস্লেমের ভাঙ্গিবে ঘুম।

(৬৮)

কোথা দিগঙ্গনা ! লোহিত বসনে
সাজ সবে আজি সাজ সযতনে,
পরম আনন্দে হরষিত মনে
ভুবন-বিজয়ী মোস্লেম-নন্দনে
উঠিবে আজিরে আলস্য টুটি।
কোথা তরুদল আজিরে প্রভাতে
ছড়াও কুসুম ছড়াও ধরাতে
আজিরে মোস্লেম শয়ন হইতে
উঠিবে মেলিয়া নয়ন দুটী।

(৬৯)

বাজ্ বাজ তবে বাজ্রে বিষাণ,
নিনাদ-ধমকে কাঁপা'য়ে বিমান,
নাচাও উৎসাহে মোস্লেমের প্রাণ,
(বিভাবরী একে প্রায় অবসান)
এখনি মোস্লেম উঠিবে জাগি।
বাজ্ তবে শিঙ্গা !আবেশের ভরে
নাচা'য়ে তরঙ্গ নদী বক্ষ প'রে,
নাচা'য়ে পল্লব কুসুম নিকরে,
নাচা'য়ে শোণিত ধমনী ভিতরে
এখনি মোস্লেম উঠিবে জাগি !

(৭০)

বাজ্রে দুন্দুভি বাজ্ তবে ভেরী,
বাজরে দামামা বাজ্ ঢক্কা, তুরী,
শঙ্খ, করতাল, কাঁসর, ঝাঁঝরী,
বীণা পাখোয়াজ মৃদঙ্গ বাঁশরী
নিনাদে পুরিয়া অবনী অম্বরে।

উঠুক হিমাদ্রি সে গভীর রবে,
সুষুপ্ত মোস্লেম জাগুক্‌রে সবে
দেখাতে প্রাধান্য এ বিপুল ভবে
উঠুক নাচিয়া উৎসাহ ভরে।

(৭১)

জীমূত মন্দ্রেতে কাঁপায়ে ভুবন
বীর প্রতিজ্ঞায় করি প্রাণপণ
জাতীয় কলঙ্ক করুক ক্ষালন
দিক্‌ উড়াইয়া গৌরব কেতন
দেখুক যতেক মানবগণে।

দেখুক তপন গ্রহ তারাগণ,
দেখুক স্বরগে যত দেবগণ,
দেখুক সকলে দেখুক ভুবন ;
হয়ে মাতোয়ারা মোস্লোমগণ
ধাইছে উন্নতি–শিখর পানে।

(৭২)

বাজ্‌ তবে শিঙ্গা, বাজ, তবে ভেরী
বাজ্‌রে দুন্দুভি, বাজ, ঢক্কা তুরী,
বাজ্‌রে দামানা কাঁসর ঝাঁঝরী,
বাজ্‌রে ডমরু, বাজ্‌রে বাঁশরী
তালে তালে তালে বাজ্‌রে 'অর্গান'।

উঠ্‌রে মোস্লেম উঠ ত্বরা করি,
আলস্য জড়তা নিদ্রা পরিহরি,
(সমাগম ঊষা গত বিভাবরী)
সাজ্‌ সাজ সবে পরিচ্ছদ পরি
পশ কর্ম্মক্ষেত্রে হয়ে এক প্রাণ !

(৭৩)

দাড়াও সকলে আত্ম পর ভুলি,
শিরায় শিরায় ছুটুক বিজলী,
ভাই ভাই আজি হ'য়ে কুতূহলী,
একতায় মিশে সব এক হও !

পূর্ব্ব পুরুষের পদ অনুসরি
অনল সমান পূর্ব্ব তেজঃ ধরি
পূর্ব্বের মহিমা গরিমার স্মরি
উন্নতির পথে অগ্রসর হও !

(৭৪)

স্বন্ স্বন্ স্বনে বহিছে পবন
গাইছে ভৈরবী বিহঙ্গমগণ,
কল্ কল্ তানে তরঙ্গিণীগণ
ছুটিছে সাগরে তরঙ্গ তুলি।

জাগ্ তবে সবে জাগ এই বেলা
সাবধান ! আর করিস্ না হেলা,
দেখ চারিদিক হইয়াছে আলা
জাগ তবে তোরা নয়ন মেলি।

## তূর্য্য-ধ্বনি

এ ভীষণ তূ্যর্ধধ্বনি প্রাণে প্রাণে হউক ধ্বনিত
বিশ্ববাসী-মোস্‌লেম্‌ নিদ্রা ত্যজি হ'ক জাগরিত।
শিরায় শিরায়, আজি, বিদ্যুদগ্নি উঠুক জ্বলিয়া,
করুক উত্থান সবে, মহা দর্পে পৃথিবী জুড়িয়া।

(১)

হে মোস্‌লেম ! কতকাল, মোহঘুমে রহিবে পড়িয়া,
বারেকের তরে কিহে উঠিবে না নয়ন মেলিয়া ?
তোমারে নিদ্রিত দেখি, মহানন্দে তস্করের দল,
লুটিয়া লইল তব উদ্যানের চারু ফুল ফল !
বিশাল সাম্রাজ্য তব পূর্ব্ব হতে পশ্চিম অবধি,
যাবা ও সুমাত্রা হতে, বহে যথা কুইভাব নদী !*
অনন্ত বিভবময়, সযতনে পালিত ফলিত,
হের দস্যুদল অই, করিতেছে ছিন্ন কবলিত !
সুখ-স্বাস্থ্য বলবীর্য্য, স্বাধীনতা করিছে সংহার,
দিকে দিকে উঠিতেছে, ঘোর মর্ম্মন্তুদ হাহাকার !
ইস্‌লাম জননী আজি সাজি, হায় ! দীনা কাঙ্গালিনী,
চাহিয়া তোদের পানে, অশ্রুধারে ভাষায় মেদিনী।
রে মূঢ় ! তথাপি, রহিবি কি ঘুমে অচেতন,
সর্ব্বস্ব হরিয়া, প্রাণে বধিবে কি শেষে দস্যুগণ ?

(২)

অই আটলান্টিক-তীরে স্পেনরাজ্য, রমণীয় দেশ,
যতন সম্ভূত চারু, স্বরগের উদ্যান বিশেষ।
অতুল ঐশ্বর্য্যময় মোস্‌লেমের গৌরব-ভাণ্ডার।
শিক্ষার আলোক-দীপ্ত, সভ্যতার উজ্জ্বল আগার !
বিজ্ঞানের লীলাভূমি, দর্শন ও সাহিত্যের খনি,
য়ূরোপার শিক্ষা-গুরু, ধরনির সমুজ্জ্বল মণি !

---

* গোয়েডাল কুইভার নদী।

অগণন কীর্ত্তি হায়, রাজ্য ব্যাপি' রয়েছে পড়িয়া,
বিচরে খ্রীষ্টীর দস্যু আজি তথা দম্ভেতে মাতিয়া !
অষ্টশত বর্ষ যথা, ছিল হায় ! রাজত্ব তোমার,
তথা হ'তে আজি তুমি, নির্ব্বাসিত সাগরের পার ! !
প্রতি অণু পরমাণু, এখনও করিছে ক্রন্দন,
একটিও কিন্তু হায় ! নাহি তথা মোস্লেম-নন্দন !

(৩)

বিশাল ভারতবর্ষ, প্রকৃতির রম্য উপবন,
সুজলা সুফলা ভূমি, ঐশ্বর্য্যের মহা নিকেতন।
সহস্র বরষ যথা, উড়েছিল তোমার কেতন
অনুগ্রহ ভিক্ষা আশে, ইংরেজ ও ফরাসীস্‌গণ ;
যে দেশে আসিয়া আহা ! হেরি তোমা গৌরবে উন্নত,
নমেছিল তব পদে করি শির আভূমি বিনত !
স্বর্গাদপি গরীয়সী হায় ! সেই সোনার ভারত,
বণিক জাতির এবে হইয়াছে পূর্ণ কুক্ষিগত।
তোমার সাধের 'হেন্দে' আজি তুমি বাকশক্তি হীন,
সাধের সে দিল্লী আগ্রা আজি হায় ! বিঘোর মলিন !
ইস্লাম জননী মুখে, নাহি হাসি—ঝরে অশ্রুধার,
হে মোস্লেম ! চে'য়ে দেখ, কি ভীষণ দুর্দ্দশা তোমার !

(৪)

অই নাইলের তীরে, প্রকৃতির সুচারু নিকুঞ্জ,
সভ্যতার পুস্পদাম, ফুটেছিল যথা পুঞ্জ পুঞ্জ !
সৌভাগ্যকিরণ জালে, চিরদিন চারু উদ্ভাসিত,
খৃষ্ট-ত্রাস সালা'দিন বিক্রমবীরত্বে গৌরবিত।
হের সেই পুণ্যভূমি, মহা দীপ্ত উন্নত মিসর,
বণিকের কুক্ষিগত কি ভীষণ চক্রান্তের পর !
বিপুল সমৃদ্ধি তার হইয়াছে লুণ্ঠিত নিঃশেষ,
হায়রে ! শ্যামলা ভূমি, রক্ত বর্ণে চিহ্নিত বিশেষ !
ধীরে ধীরে দস্যুদল, আধিপত্য করিয়া বিস্তার,
বসাইছে বক্ষে এবে, শাণিত ছুরিকা তীক্ষ্ণ ধার !
তথাপি হে মুসলমান ! মেলিলেনা বারেক নয়ন,
তোমাদের ভবিষ্যৎ, নাহি জানি কি ঘোর ভীষণ !

(৫)

দুর্জ্জয় প্রতাপশালী, তেজস্বী আরব নিবাসিত,
বিরাট সুদানরাজ্য, ইস্লামের দীপ্তি-উজ্জ্বলিত!
মেহেদীর জন্মভূমি, বীরত্বের প্রদীপ্ত আকর,
গর্ডন, শ্লাটিন যথা, প্রাণ দিল হইয়া কাতর!
হায়! সেই বীরপ্রসূ, কীর্ত্তিভূমি বিরাট সুদান,
উড়ে তার দুর্গ-চূড়ে, আজি হায়! খ্রীষ্টীয় নিশান!
নির্ম্মম খ্রীষ্টীয় দস্যু, কি কৌশলে প্রবেশ করিয়া,
লক্ষ লক্ষ নরস্রোতে, ধরাতল রঞ্জিয়া প্লাবিয়া;
চিররুচি স্বাধীনতা, মূল তার করি উৎপাটন,
সৌভাগ্য সম্পদজাল, চিরতরে দিলে বিসর্জ্জন।
বীরকুল চূড়ামণি, মহামান্য তাপস প্রবর,
স্বাধীনতা উপাসক, শত্রুজয়ী, প্রতিভা-আকর,
পুণ্য-শ্লোক মেহেদীর, দুই সপ্ত বরষের দেহ,
তুলিয়া কবর হ'তে, অনলেতে করিলেক দাহ!!
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি, উঠিলেক ঘোর হাহাকার,
কি পশুত্ব! বর্ব্বরতা!! কিবা পৈশাচিক ব্যবহার!!
স্বরগে দেবতাগণ, ঘৃণারোষে উঠিলা শিহরি,
বিভু-সিংহাসন বুঝি, কাঁপিলেক থর থর করি!!
মোস্‌লেম-জগৎ তবু না ভাবিল কর্ত্তব্য আপন,
সবাই বিচ্ছিন্নভাবে, মোহাবেশে রহিল মগন!!

(৬)

বিশাল তুরস্ক রাজ্য, ধন ধান্য রত্নের আকর,
গ্রাসিছে তাহারে রাহু, দিন দিন সর্ব্ব কলেবর!!
দিগন্ত বিস্তৃত রাজ্য, খ্যাত ছিল মহাশক্তি ব'লে,
খ্রীষ্ট দস্যুদল তাহা, গ্রাসিতেছে ক্রমে ছলে বলে।
যে তুর্কীর পরাক্রমে, ইউরোপ আছিল শঙ্কিত,
একে তারে ব্যাধগণ, ঘিরিয়াছে মৃগশিশু মত!
রুমানিয়া, বুল্গেরিয়া, সারবিয়া ও মন্তনেগ্রো, গ্রীস,
খ্রীষ্টীয় ক্রুসের দম্ভ, আজি তারা করে অহর্নিশ।
সে দিনও মোস্‌লেম, বিচরিত দম্ভ ভরে যথা;
বিমর্দ্দিত বিদলিত, বিতাড়িত হইতেছে তথা!
সহস্র মস্‌জিদ আজি, গির্জ্জায় হয়েছে পরিণত,
কাহারে বলিব আজি, কি জ্বালায় দগ্ধীভূত!

সমগ্র খ্রীষ্টীয় শক্তি, তুর্কীরে করিতে উৎপাটন,
ফিরিতেছে দিবা নিশি, শুধু ছল করি অন্বেষণ।

(৭)

অই ভূমধ্যের তীরে, বলদৃপ্ত মুরের আবাস,
আফ্রিকার একমাত্র, ইস্‌লামের স্বাধীন নিবাস।
সাধের মোরোক্ক রাজ্য, ধন ধান্য-সৌভাগ্য গর্ব্বিত,
চির স্বাধীনতা সূর্য্য, ভাগ্যাকাশে যাহার উদিত!
ভূত গৌরব-বাহিনী, অগণন কীর্ত্তি সুশোভন,
বেষ্টিয়া ল'য়েছে তারে, হের আজি খ্রীষ্ট দস্যুগণ!
ধীরে ধীরে দস্যুদল ষড়যন্ত্র করিয়া বিস্তার,
এবে তোপমালা পাতি স্বাধীনতা করিছে সংহার।
দাসত্ব-শৃঙ্খলে হায়! মোস্‌লেমেরে করিতে বন্ধন,
বিশ্ব হতে ইস্‌লামেরে সমূলে করিতে উৎপাটন,
চলিতেছে ষড়যন্ত্র, দস্যুদলে কি ঘোর ভীষণ,
মোস্‌লেম জগৎ তাহা, না দেখিল মেলিয়া নয়ন!!

(৮)

বিশাল তুরাণ রাজ্য ইস্‌লামের প্রভাব আকর,
অনন্ত বিভবশালী, গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গধর।
সহস্র বৎসরাবধি, যথা ইস্‌লামের জ্যোতি রাশি,
প্রকাশিত ছিল যেন নীলাকাশে পূর্ণিমার হাসি!!
মোগলের কীর্ত্তিভূমি, তাইমুরের গৌরবের ধাম,
মহিমা গরিমা যার, কবি কণ্ঠে লভিয়াছে স্থান;
দুর্দ্দান্ত খ্রীষ্টান রুষ, সব তার করিয়াছে গ্রাস,
অত্যাচার শেলে তথা মোস্‌লেম আজি রুদ্ধশ্বাস!
সাধের বোখারা, খিবা, আজি হায়! বিঘোর মলিন,
দারুণ উদ্বেগ বশে, দুশ্চিন্তায় কাটে নিশি দিন।
একদা প্রতাপে যার ইউরোপ ছিল শঙ্কান্বিত
আজি তাহা করিয়াছে, রুষীয় ভল্লুক কুক্ষিগত

(৯)

অই ভূমধ্যের তীরে, রমণীয় আল্‌জিরিয়া রাজ্য,
দুর্ব্বৃত্ত ফরাসী দস্যু যুদ্ধ করি নিতান্ত অন্যায্য;
তুনিস ও বার্কা সহ, করি নিজ করতল গত,

মনোসাধে ধন-ধান্য, লুটিয়া লইছে অবিরত।
লক্ষ লক্ষ মুসলমান, অত্যাচার শেলে আজি দীর্ণ
অনাহারে উৎপীড়নে কলেবর আজি জীর্ণ শীর্ণ।
মোস্‌লেম জগৎ তবু না ভাবিল কর্ত্তব্য আপন,
রক্ষা হেতু যুক্ত শক্তি তথাপি না করিল গঠন।
হে মোসলেম ! দেখ চে'য়ে দেখ আজি মেলিয়া নয়ন,
চলিতেছে দস্যুদলে, ষড়যন্ত্র কি ঘোর ভীষণ !
কোথা তাত মোহাম্মদ ! দেখ আসি দেখ একবার
এ প্রাণে জ্বলিছে আজি, কি ভীষণ অগ্নিপারাবার ! !
কর আজি আশীর্ব্বাদ, অগ্নি সিন্ধু হক উচ্ছ্বসিত,
উত্তাল তরঙ্গরঙ্গে, শত্রুকুলে করুক প্লাবিত !
মোস্‌লেমের প্রাণে প্রাণে বাজুক আজি এ তূর্য্যধ্বনি,
মোস্‌লেম জাগুক পুনঃ শত্রু শূন্য করিতে অবনী।

(১০)

কোটি কোহিনুর জিনি রাজ্যগুলি গরাস করিয়া,
লোলুপ করিতে গ্রাস, অবশিষ্ট কবলে পূরিয়া !
শত শত দ্বীপ আর, মালয়, সোমালী জাঞ্জিবার,
টানিয়া ছিঁড়িয়া গ্রাসে, পূরিতেছে, হের অনিবার
পবিত্র আরব রাজ্য, ইস্‌লামের গৌরব কেতন,
গ্রাসিতে তাহারে রাহু,, করিতেছে মহা আয়োজন।
পবিত্র মদীনা মক্কা, বয়তোল মোকদ্দস্‌ আর,
কবলে পূরিতে হের, যত্ন চেষ্টা কিবা অনিবার।
ধন জন পরিপূর্ণ, সিরিয়ার রাজ্য মনোহর,
পড়েছে দস্যুর দৃষ্টি, তার প্রতি কি তীক্ষ্ণ প্রখর।
ধীরে ধীরে গূঢ়ভাবে, হইতেছে মহা আয়োজন,
মিসরে, সুয়েজে দস্যু, দৃঢ়পদ করেছে স্থাপন।
তুর্কীরে য়ুরোপ হতে, করি ধীরে চির নির্ব্বাসন,
স্তাম্বুলের দুর্গশীর্ষে, উড়াইতে খৃষ্টীয় কেতন,
ভীষণ খৃষ্টীয় শত্রু লয়ে অই বন্দুক কামান,
হের হে মোস্‌লেম অই সমুদ্যত বধিতে পরাণ !

(১১)

গাসিতে পারস্যে আর, আফ্‌গানেরে পূরিতে কবলে,
দুই দস্যুদলপতি ফিরিতেছে নানারূপ ছলে।

মোস্‌লেম জগৎ! আজি কোন্ ভাবে আছ নিমগণ?
দেখিছনা দস্যুগণ করিতেছে কিবা আয়োজন?
কি ঘুমে ঘুমালি তোরা, আর নাহি উঠিলি জাগিয়া,
সকলি খোয়ালি তোরা, নিদ্রাবশে সময় কাটিয়া!
তোমার অনন্ত রাজ্য শত্রু পদতেল বিদলিত,
ঐশ্বর্য্য-সভ্যতা-বীর্য্য এবে কাহিনীতে পরিণত!
ইস্‌লাম জননী আজি, যেন হায়! দীনা কাঙ্গালিনী,
বিলুপ্ত সে সিংহাসন, পৃথ্বীজয়ী বিক্রান্ত বাহিনী!
কোটি কোটি পুত্র আজি হিংসাদ্বেষে রহিয়া মগন
হারালি হেলায়! হায়! সৌভাগ্যের স্বাধীনতা-ধন!
তথাপি কাহারো প্রাণে, না জ্বলিল শোকের অনল,
এ বিশ্বে সিরাজী শুধু, কেন হায়! শোকার্ত্ত বিহ্বল!
হায়রে! প্রাণের জ্বালা হ'ত, যদি ভাষায় প্রচার,
পৃথিবী পুড়িয়া তবে হ'ত বুঝি আজি ছারখার!

(১২)

হে মোস্‌লেম! একবার, নিদ্রা হতে করি গাত্রোত্থান,
পূরব পশ্চিম জুড়ি, সকলেরে করহ আহ্বান।
দিকে দিকে ফুৎকারিয়া দাও আজ মহা তূর্য্যধ্বনি।
শিরায় শিরায় আজ, বহু করে তেজঃ সঞ্জীবনী।
যে যেখানে আছ আজি, সবে মিলে হও সম্মিলিত,
এক পাতাকার নীচে মহামন্ত্রে হও রে দীক্ষিত!
সোলতান, আমীর, শাহ, তিনে মিলে হয়ে সম্মিলিত,
সুষুপ্ত ইস্‌লাম শক্তি, কর আজি পুনঃ জাগরিত।
ইস্‌লাম কংগ্রেস এক সবে মিলি করিয়া স্থাপন,
উদ্ধার করহ তব দুস্য-হৃত শত সিংহাসন।
উড়ুক অম্বরে পুনঃ ইস্‌লামের বিজয় কেতন,
দিকে দিকে উঠুক্‌রে, 'আল্লাহুর' প্রমত্ত গর্জ্জন।
অই শুন মেঘনাদে, মহানবী ঘোষিছে কি বাণী,
"লভি বিজয়িনী শক্তি, শত্রুশূন্য করহ অবনী"।

## মূর্চ্ছনা

(১)

তোমরা কি সেই মোস্‌লেম–সন্তান?
ধরনী বিজেতা জাতির প্রধান,
যাহাদের দর্পে ভুবন কাঁপিল,
জ্ঞানালোকে যারা ধরা উজলিল!
যাদের অধীন ছিল সর্ব্ব জাতি,
ফিরিত যাহারা বীর দর্পে মাতি!
তুলি জয়ধ্বজা, অনিবার্য্য বলে
শিখরে শিখরে জলধির জলে,
ছুটিত যাহারা ইরম্মদ গতি;
তুমি কিহে সেই মোস্‌লেম সন্ততি?

(২)

বাজিলে যাদের সমর–বিষাণ
সসিন্ধু ধরণী পত্রের সমান—
উঠিত কাঁপিয়া টল মল টল,
ভয়ে সোম সূর্য্য গ্রহতারা দল
বিমানের পথে বিহ্বল হইয়া
থর থর থর উঠিত কাঁপিয়া!
হেরিয়া যাদের অসি খরশান
হেরিয়া যাদের পৃথ্বীভেদী বাণ,
কত শত শত বিধর্ম্মী নৃশতি,
নিয়ত করিত চরণে প্রণতি!
ওরে নীচাশয় বঙ্গবাসিগণ,
তোরা কিরে সেই মোস্‌লেম–নন্দন?

(৩)

আটলান্টিক হ'তে প্রশান্ত অবধি
যার জয় ধ্বনি হ'ত নিরবধি,
না ছিল যাদের যে গৌরবের শেষ

না ছিল যাদের কলঙ্কের লেশ,
চরিত্র প্রভাবে যেই মুসলমান,
ছিল ধরাপূজ্য দেবতা সমান।
রে চরিত্রহীন ! কাপুরুষগণ,
তোরা কিরে হায় ! তাদের নন্দন ?

(৪)

সিন্ধু পার হ'য়ে যেই মোসলমান
প্রবেশি ভারতে অনল-সমান,
"আল্লাহু-আকবর" ঘন উচ্চারিয়া,
বিজয় নিশান অম্বরে তুলিয়া
হিমালয় হ'তে কুমারী অবধি,
স্থাপিয়া সাম্রাজ্য, শত গিরিনদী
কানন প্রান্তর করি অতিক্রম
দেখাইলা যারা প্রতাপ বিষম।
সহস্র বরষ সূচী পরাক্রমে।
শাসিলা যাহারা এ ভারত-ভূমে।
ভারতে অনার্য্য আর্য্য হিন্দুগণে
দিয়া শিক্ষা দীক্ষা পরম যতনে
সভ্য ভব্য করি অনুগত জেনে
শাসিলা' যাহারা হরষিত মনে !
হেরিয়া যাদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি
হেরিয়া যাদের বীর্য্য শৌর্য্য ঋদ্ধি,
দেবতা ভাবিয়া সভক্তি অন্তরে
গ্রহি পদধূলি মানবনিকরে
কৃতার্থ ভাবিত স্বকীয় জীবন ;
তুমি কিরে সেই মোস্‌লেম-নন্দন ?

(৫)

রে ! আত্মবিস্মৃত নরকুলাধম,
দেখ স্মৃতি পটে মেলিয়া নয়ন
কিরূপেতে পূর্ব্ব পিতামহগণ
এ ভারত-ভূমে কৈল বিচরণ।
দেখ তাহাদের ঐশ্বর্য্যের ঘটা,
দেখ তাহাদের মহিমার ছটা,

দেখ্ তাহাদের রাজ–সিংহাসন,
স্মর্ তাহাদের প্রলয়–গর্জ্জন।
স্মর্ তাহাদের জ্ঞানের প্রভাব,
স্মর্ তাহাদের সমুন্নত ভাব,
স্মর্ তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা রীতি,
স্মর্ তাহাদের সভ্যতা সুনীতি,
স্মর্ তাহাদের গৌরব–সম্মান,
স্মর্ তাহাদের গর্ব্ব অভিমান।
তা হ'লে আপনি শিরায় শিরায়,
সঞ্জীবনী স্রোত সহস্র–ধারায়
হ'বে প্রবাহিত, বুঝিবি তখন
কি মূল্য তোদের কোথায় আসন।

(৬)

রে মূঢ়! অমূল্য মাণিক্য হইয়া,
কাচ–মূল্যে কেন যাও বিকাইয়া,
সিংহের ঔরসে লভিয়া জনম
হ'য়েছিস্ হায়! শৃগাল অধম।
আলোকে জনমি অন্ধকারে হায়!
কেনরে ফিরিছ কবন্ধের প্রায়?
কিসের দারিদ্র্য? কিসের দুর্দ্দশা?
বাঁধ হৃদে বল, মানসে ভরসা।
ইচ্ছা শক্তি তবে উঠিবে ফুটিয়া
বাধা বিঘ্ন রাশি যাইবে ভাসিয়া।

(৭)

উঠ তবে সবে বীর–দম্ভ ভরে,
যথা সুপ্তসিংহ বহুদিন পরে
নিদ্রা পরিহরি আরক্ত–নয়নে
গভীর হুঙ্কারে কাঁপায়ে কাননে,
উঠরে জাগিয়া; তোমরা তেমতি
জাগ একবার, খোল নেত্র দুটি।
উৎসাহ তুরগে করি আরোহণ
উড়াও জগতে উন্নতি–কেতন।

(৮)

রে বঙ্গ মোস্‌লেম, নয়ন মেলিয়া
জগতের পানে দেখনা চাহিয়া?
দেখ এবে ধরা নব-জ্ঞানালোকে
উন্নতির পথে ছুটিছে পুলকে!
তোমাদের তরে পশ্চাতে ফেলিয়া
দেখ কত দূরে গিয়াছে ছুটিয়া,
পদে যারা ছিল এবে তারা শিরে
এ বিষম দৃশ্য হৃদে সহে কিরে?

(৯)

হারে! কুলাঙ্গার বঙ্গ-মুসলমান,
নাহি কিরে কিছু ঘৃণা লজ্জা মান?
নাহি কিরে হায়! যুগল নয়ন,
যদি থাকে তবে কর বিলোকন।
অই দেখ আজি ইরাণে তুরাণে
অই দেখ আজি মরক্কো সুদানে
অই দেখ আজি মিশর রুমেতে
অই দেখ আজি কাবুল শামেতে
যতেক মোস্‌লেম করি প্রাণপণ
উন্নতির হেতু করিছে যতন।
যা'ক সে সকল দাওরে ছাড়িয়া,
ভারতেই দেখ নয়ন মেলিয়া,
অযোধ্যা বোম্বাই পাঞ্জাব মান্দ্রাজে,
যত মোসলমান সাজি বীর সাজে
মাভৈঃ মাভৈঃ উচ্চারি গভীরে
আরোহিছে সবে উন্নতি-শিখরে।
তবে হে তোমরা কিসের কারণ
এখনো রহিবে নিদ্রায় মগন?
জাগ তবে সাবে জাগ একবার
আলস্য ঔদাস্য করি পরিহার।

# বীরপূজা

(বঙ্গবেহার–বিজেতা প্রাতঃস্মরণীয় মহাবীর
গাজী এখ্‌তেয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখ্
তেয়ার খিলিজীর স্মরণোপলক্ষে।)

(১)

দূর অতীতের গর্ভে দেখিনু চাহিয়া
কি মহা পুলক !
বঙ্গে এক দীপ্ত জ্যোতি আসিছে ছুটিয়া
ছড়ায়ে ঝলক !

(২)

নীল আকাশের গায়ে উড়িছে পতাকা
সদম্ভে নাচিয়া ;
চঞ্চলা চপলা সম তেজঃপুঞ্জ মাখা
বিক্রমে মাতিয়া।

(৩)

সপ্তদশ তরবারী অগ্নি শিখা সম
রবি করে ঝলে ;
বৈশাখ বাত্যার সম সপ্তদশ জন
দ্রুত অই চলে।

(৪)

অশ্ব–পদাঘাতে ধরা বিক্ষুব্ধ কম্পিত
ধূলিস্তম্ভ উঠে ;
বিস্মিত বাঙ্গালীগণ চকিত ত্রাসিত
মহারড়ে ছোটে।

(৫)

দীপ্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি উৎসাহ–অনল,
বীরেন্দ্র কেশরী ;

শিরেতে উষ্ণীষ–শীর্ষ করে ঝল্‌মল্‌
তেজের লহরী।

(৬)
আল্লাহু আক্‌বর নাদে গর্জ্জিছে বীরেন্দ্র
যেনরে অশনি ;
আকাশ পাতাল স্তব্ধ, স্তব্ধ সূর্য্য চন্দ্র
কম্পিতা মেদিনী।

(৭)
আজানু লম্বিত ভূজ বীরেন্দ্র শার্দ্দুল,
পশিলেক বঙ্গে ;
ইস্‌লামের জয়কেতু শোভিল অতুল
মহাহর্ষ ভঙ্গে।

(৮)
ঘোর পৌত্তলিক বঙ্গে ছুটিল প্রথম
"আল্লাহু"র ধ্বনি ;
দিকে দিকে হুঙ্কারিয়া উঠিল অমনি
পূত প্রতিধ্বনি।

(৯)
যুগ যুগ হ'তে বঙ্গ অন্ধকারে ঘোর
ছিল নিমগন ;
বিভু আশীর্ব্বাদ ক্রমে হইলেক ভোর
উদিল তপন

(১০)
গৌরবাহিনী সেই অতীত কাহিনী,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে ;
ঢালিবে বলিয়া প্রাণে সুধা সঞ্জীবনী
গাহিনু যতনে।

(১১)
এ ঘোর নিদ্রিত বঙ্গে কেহ কিরে জাগে ?
শুনিবারে প্রাণের কাহিনী ;
জাগিল সকল জাতি নিশা শেষ ভাগে ;
মোস্‌লেমের এখনো রজনী ! !

(১২)

হে অলস নিদ্রাতুর কর্ম্মহীনগণ !
কত দিন এই ভাবে আর,
লাঞ্ছিত দলিত হয়ে কাটাবে জীবন
সংজ্ঞাহীন জড়ের আকার !

(১৩)

কোটি কোটি হ'য়ে আজি দলিত মথিত
তুচ্ছ ধূলি কণার সমান ;
তথাপি কাহারো প্রাণ হ'ল না ব্যথিত
এমন কি বিমূঢ় অজ্ঞান ?

(১৪)

কেন এই অলসতা ? কেন বা জড়ত্ব ?
কেনই বা ঘটিল দৌর্ব্বল্য ?
লভিনু বিশ্বের মাঝে চরম হীনত্ব !
কিসে যাবে ও ঘোর আবল্য ?

(১৫)

সপ্তদশ পিতামহ যে বঙ্গে পশিয়া
উড়াইয়া বিজয় কেতন ;
সে বঙ্গে হায়রে দুঃখ ! ! অগণ্য হইয়া
বিদলিত তৃণের মতন।

(১৬)

কাহারে কহিব হৃদে কি যে আকুলতা,
সদা মোরে করিছে ব্যাকুল ;
হায়রে ! বুঝিবে কেবা এ মর্ম্ম বারতা
শোক যার গভীর অতুল ! !

(১৭)

প্রাণ প্রদায়িনী-বাণী কে শুনিবে আজি,
আয় দ্রুত আয় ছুটে আয় ;
জীবন মরণ ভুলি গাহিবে শিরাজী
সে অতীত গৌরব-গাথায়।

(১৮)
দীপ্ত চণ্ড সূর্য্য সম মধ্যাহ্ন বিভায়
পশিলেক খিলিজী যখন;
এ ঘোর দুর্দ্দিনে তাই! অলস হিয়ায়
সেই কথা করবে স্মরণ!

(১৯)
শিরায় শিরায় আজি বহুক্ রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ
ভেঙ্গে যাক্ ভীতির শৃঙ্খল;
বহুক অলস প্রাণে মহাদীপ্ত তেজের বিভঙ্গ
হ'ক্ প্রাণ বলিষ্ঠ সবল।

(২০)
আবার প্রভাতাকাশে একদিন কোটি শিরতুলি
ধুয়ে ফেলি কলঙ্কের ধূলি।

(২১)
আবার জলদ নাদে আল্লাহুর প্রমত্ত গর্জ্জনে
নবদৃশ্য দেখাই ভুবনে।

(২২)
দীর্ঘ নিদ্রা পরে যদি জাগিয়াছে অলস পরাণ
খোল্ তবে খোল্‌রে নয়ান!

(২৩)
বাজাও উৎসাহ ভেরী কাঁপাইয়া ভূতল বিমান
উড়াও রে উদ্যমের বিজয় নিশান!

(২৪)
কোটি কোটি হস্তে আজি, হে বঙ্গের মোস্‌লেম-সন্তান
ধর সবে খরশান কর্ম্মের কৃপাণ।

(২৫)
সপ্তদশ বীর পিতামহে করিয়া স্মরণ
সুদীর্ঘ নিদ্রার পর আসুক আবার—
চির জাগরণ।

(২৬)

হে বীরেন্দ্র বখ্‌তিয়ার ! ধন্য বিশ্বে তোমার জনম,
গাজী তুমি বীরকুলে, ইস্‌লামের গৌরব কেতন।

(২৭)

সপ্তশত বর্ষ পূর্ব্বে শৈলময় ঘোর রাজ্য হ'তে
কি উদ্যমে পশিলে ভারতে !

(২৮)

শত বাধা বিঘ্ন দলি বীর্য্য সাধনায়
মহাকীর্ত্তি রাখিলে হেথায় !

(২৯)

ইস্‌লামের উৎসৃষ্ট প্রাণ মহাতেজাঃ হে বীর প্রধান।
যশঃ তব চির জ্যোতিষ্মান।

(৩০)

কি দুর্জ্জয় শৌর্য্য তব ! কিবা দুরাসদ তেজঃরাশি
প্রভাবে মলিন শত্রু—
বাধা বিঘ্ন দূরে গেল ভাসি !

(৩১)

হতভাগ্য বঙ্গবাসী তব কীর্ত্তি করিয়া স্মরণ
উদ্ধার করুক পুনঃ
সৌভাগ্যের হৃত সিংহাসন।

(৩২)

ঘরে ঘরে তব নাম হ'য়ে উচ্চারিত
করুক সবায় জাগরিত।

(৩৩)

আবাল বৃদ্ধ বণিতা তোমায় স্মরিয়া
উঠুক জাগিয়া।

(৩৪)

তোমার বিজয় স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে
জ্বলুক হে গাজী !

মৃত্যুমুখ হ'তে পুনঃ বঙ্গের মোস্‌লেম
উঠুক রে আজি !

(৩৫)
তুমি দেব স্বর্গ হ'তে কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচে যা'ক কলহ বিবাদ।

(৩৬)
তুমি স্বর্গ হ'তে আজি কলহ 'আমিন্‌'
ঘুচে যা'ক এ ঘোর দুর্দ্দিন !

(৩৭)
তোমার সাহস, শৌর্য্য, উৎসাহ, উদ্যম
স্বর্গ হ'তে আসুক নামিয়া ;
তোমার বিজয়-গর্ব্বে বিধির কৃপায়
পুনঃ মোরা উঠিহে জাগিয়া।

(৩৮)
কি আর গাহিবে তোমা হে বীরেন্দ্রকুলের প্রধান
বঙ্গের এ সুদীন সন্তান !

(৩৯)
তোমার বিজয় ভেরী আমার শ্রবণে
মহাতেজে কহিছে "জাগরে"
তোমার প্রদীপ্ত মূর্ত্তি ভাবের ভাষায়
নিরন্তর কহিছে "উঠরে।"

(৪০)
তব সঞ্জীবনী বাণী প্রাণ রাজ্যে করিছে ঝঙ্কার
সে ঝঙ্কারে বলীয়ান প্রাণ ;
নিয়ত ভাসিছে চক্ষে তব দীপ্ত প্রচণ্ড কৃপাণ
ভাসিতেছে "এই পরিত্রাণ।"

(৪১)
তোমার বিজয়কেতু হৃদাকাশে এখনো উড়িছে ;
অর্দ্ধচন্দ্র বক্ষে ;
কহিছে নিয়ত মোরে বাহিরে আনিয়া
উড়াইতে নীলাকাশ কক্ষে।

(৪২)

ইস্‌লাম গৌরব তুমি, হে বীরেন্দ্র বঙ্গের তপন !
কি কহিব প্রাণের বেদন ;
দীন ভাবে কোনরূপে গাহিয়া তোমায়
করিলাম কৃতার্থ জীবন।

(৪৩)

কর বীর ! আশীর্বাদ এ হৃদয় হ'ক্ উচ্ছ্বসিত।
উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে আজি
এ বঙ্গ করুক বিপ্লাবিত !

(৪৪)

বাঙ্গালা বেহার জুড়ি হ'ক তব
বিজয়-উৎসব ;
জ্বলন্ত জীবন্ত তেজাঃ পুনঃ হক্
শব-প্রায় মোস্‌লেম সব।

## স্বাধীনতা বন্দনা

(১)

এস এস জগৎ–বন্দিতা,
কাব্য–সঙ্গীত–দর্শন–বিজ্ঞান–শৌর্য্য–বীর্য্য–সবিতা,
রক্ত বাস–পরিহিতা,
হীরক–কিরীট–বিভূষিতা,

সর্ব্ব–মঙ্গল–বিধায়িনী এস এস অয়ি স্বাধীনতা !
দক্ষিণ করে দীপ্ত–কৃপাণ,
বামে শোভিছে বিজয়–নিশান,
নয়নে খেলিছে বিদ্যুৎ–লহরী যেন কালানল–জ্বালা,
রূপ–লহরীর জ্যোতি–বিভঙ্গে বিশ্বভুবন আলা।
চরণতলে চূর্ণিত গিরি, লুণ্ঠিত পশুরাজ ;
প্রলয়–শিঙ্গা–ভৈরব নিনাদে–গর্জ্জিছে, 'সাজ সাজ'।

(২)

এস গো শূরকুল পূজিতা !
চির আরাধ্য চিরবরেণ্য এস গো স্বাধীনতা
মঙ্গল–কর পরশে তব কর অমঙ্গল বিলীন,
শক্ত বাহুর বীর্য্য আলিঙ্গনে আন আন দেবি ! সুদিন।
তব অমৃত ভাণ্ড হ'তে
হে দেবি ! কৃপা কটাক্ষপাতে,
দেহ দেহ শক্তি–সঞ্জীবনী জাগিগো নব জীবনে,
আঁধার ভেদিয়া উঠুক সূর্য্য পুনঃ বিশ্বোজ্জ্বল কিরণে।

(৩)

এস গো অরাতি দলনি !
মঙ্গলরূপী তোপ–বন্দুক–অসি–সঙ্গীন ধারিণী !
অয়ি সম্পদ–জননি !
তব ভীম ভৈরব ধ্বনি
শুনিয়া জাগুক সুপ্তপ্রাণে চির নিদ্রিত দীপনা,
দিকদিগন্তে উঠুক বাজিয়া লক্ষ অসির ঝঞ্জনা !

(৪)

এস গো সৌভাগ্য–দায়িনি !
ধর্ম্মে কর্ম্মে চিন্তামর্ম্মে উল্লাস–প্রীতিবাহিনী !

অয়ি অরাতি–বন্ধন–খণ্ডিনি !
এস গো পুণ্য–জননি !
পতিত–ঘৃণিত–দলিত–লাঞ্ছিত–চির উদ্ধার–কারিণী।
দীপ্ত কৃপাণ বিজলী সম উঠুক তব জ্বলিয়া,
বজ্রসম ভীম শতঘ্নী উঠুক হুঙ্কারে ধ্বনিয়া।
যুগ যুগান্তের পতিত প্রাণ
খুঁজিয়া লউক নিজ পরিত্রাণ,
ধরণী বক্ষে দাঁড়াই আবার শির উন্নত করিয়া।

(৫)

এস এস বিশ্ববন্দিতা
লয়ে উদ্যম বীরতা !
নয়ন মেলি চাহগো জননি ! পতিত জাতির মুখপানে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীপ্তজ্বালা বহুক পরাণে পরাণে।
অগ্নি উচ্ছ্বাসে সাজুক সবে তব চরণ বন্দনে,
মৃত্যুর মাঝে করিয়া লউক আজি অমর জীবনে !
তব পদ পরশে দেবি ! ধন্য হউক মেদিনী,
জগতে আবার ঘোষিত হউক পুণ্য সাম্য কাহিনী।

(৬)

জয় জয় কল্যাণ–রূপিনি।
শুনাও তোমার বিজয় গাথা অলস–প্রাণ–বোধিনী।
শিরায় শিরায় অগ্নি কণা,
পরাণে পরাণে উন্মাদনা
বহুক ছুটুক তরঙ্গভঙ্গে বিশ্ব জগৎ প্লাবিনী
রুদ্র মন্দ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে,
উঠুক বন্দনা বিজয় ছন্দে ;
অসি–ঝঞ্জনা তোপ–গর্জ্জনা মাতাক্ আজি পরাণী,
লোহিত বর্ণে রঞ্জিত কর অলস শ্যামল–মেদিনী !

(৭)

জয় জয় ত্রিলোক–বন্দিতা
চির–সৌভাগ্য চির–কল্যাণ চির–বিজয়–মণ্ডিতা।
পতিত জাতির উদ্ধার হেতু,
উড়াও আকাশে রক্ত–কেতু,
জাগুক্ মাতুক্ ছুটুক্ দেশের–আবাল বৃদ্ধ বণিতা,
জয় জয় জয় স্বাধীনতা !

## মিসরের অভ্যুত্থানে

(১)

সহসা এটি এ বার্ত্তা করিনু শ্রবণ,
ধমনীতে রক্তস্রোতঃ বহিছে সঘন,
আনন্দে রোমাঞ্চকায়
মানস উন্মত্ত প্রায়
বিদ্যুৎ প্রবাহ বহে সমস্ত শরীরে,
বাজিল হৃদয়–তন্ত্রী গভীর ঝঙ্কারে।

(২)

এত দিনে হলে বুঝি সার্থক জীবন,
পূর্ণ বুঝি এত দিনে চির আকিঞ্চন।
সুদীর্ঘ নিদ্রার পরে,
আবার ধরণী পরে
উঠিছে মোস্‌লেম অই ক্রমশঃ জাগিয়া,
কি এক স্বর্গীয় দ্যুতি ললাটে মাখিয়া!

(৩)

সহস্র বৎসর করি জগৎ শাসন,
ন্যায় ধর্ম্ম বীর্য্যে করি আদর্শ স্থাপন,
বিজ্ঞানের আলোচনা
দর্শনের গবেষণা,
সাহিত্য সঙ্গীত কাব্য কলার উন্নতি,
করিয়া লভিয়াছিল বিশ্রাম বিরতি।

(৪)

অসভ্য খ্রীষ্টানগণে সুসভ্য করিয়া
অজ্ঞানান্ধ ধরাতলে আলো ছড়াইয়া,
প্রদর্শি পৌরুষ দর্প
অপ্রধৃষ্য বীর্য্য গর্ব্ব,
পড়েছিল যেই জাতি নিদ্রিত হইয়া,
জাগিতেছে পুনঃ তারা নয়ন মেলিয়া।

(৫)

মরোক্কো হইতে পূর্ব্বে বোর্ণিয়ো অবধি,
নিস্তরঙ্গ ছিল যেই ইস্‌লাম-জলধি,
যেই জলধির বক্ষে
শত্রুকুল এক লক্ষ্যে,
ডুবিয়া ডুবিয়া করি রত্ন আহরণ
লক্ষ পোতে করিতেছে বিদেশে প্রেরণ।

(৬)

এবার সে মহাসিন্ধু প্রলয় গর্জ্জনে,
উঠিবে গরজি ঘোর, প্রচণ্ড তর্জ্জনে,
চঞ্চল-তরঙ্গ-গিরি
ডুবাবে সকল তরী,
ডুবিবে সমগ্র ধরা প্রমত্ত প্লাবনে,
কাঁপিবে ধরণী সতী ঝটিকা পীড়নে।

(৭)

দেখ হে পশ্চিমে অই বিতস্তি প্রমাণ,
নীল আকাশেতে রক্ত মেঘ একখান,
বাড়িতেছে ক্রমে ধীরে
দেখ অই মেঘ-শিরে
বিদ্যুৎ-বিভাস কিবা প্রলয়-কৃপাণ
উঠিবে এবার মহা প্রলয়-তুফান।

(৮)

প্রকৃতির মঞ্জু-কুঞ্জ সাধের মিসর
জ্ঞান বীর্য্য সভ্যতার মধ্যাহ্ন ভাস্কর!
পাশ্চাত্য কুহকে পড়ি
পরাধীনতার বেড়ী
পরেছিল, বহু দুঃখ শত নির্য্যাতন,
সহিয়ে, করেছে একে নেত্র উন্মীলন।

(৯)

হেরি স্বাধীনতারত্ন দস্যু-কবলিত,
সাজিতেছে রুদ্রবেশে ক্রোধে উদ্বেলিত।

শিরায় অনল কণা,
প্রাণে মত্ত উম্মাদনা
বিতাড়িয়া দস্যুদলে সমুদ্রের পার,
করিবে এবার তারা স্বদেশ উদ্ধার।

(১০)

সাজলো মিসর-ভূমি সাজ রণরঙ্গে
কাঁপাও ধরণীবক্ষ বিপ্লব-তরঙ্গে
দেখাও ইসলাম-বীর্য্য
দেখাও মৈসরী-শৌর্য্য
স্বাধীনতা-জয়কেতু উড়াও গগনে
প্রকৃতি স্তম্ভিত হ'ক, ভৈরবে গর্জ্জনে।

(১১)

ইসলামের চিরশত্রু কাফের শোণিতে
পিপাসু-কৃপাণ তৃষ্ণা মিটাও সুখেতে,
চির অরি দৈত্য বংশ
করহ তাহারে ধ্বংস,
ডুবাও পাষণ্ডগণে ভূমধ্যের জলে,
জীবন্ত প্রোথিত কর কিম্বা ভূমিতলে।

(১২)

করেছে যে অত্যাচার ঘোর অবিচার,
উপযুক্ত প্রতিশোধ লহ এবে তার।
মিসরে স্বাধীন করি,
প্রচণ্ড প্রতাপ ধরি,
শত রণতরী-বলে শ্বেত দস্যুগণে,
দেহ তাড়াইয়া দূর পৃথিবীর কোণে।

(১৩)

সহস্র মার্ত্তণ্ড জিনি উজ্জ্বল কিরণে
আবার ইস্‌লাম-রবি উঠুক গগনে।
ভূমধ্য হইয়া পার
বীরধাপে পুনর্ব্বার

বিজয় পতাকা তোল পিরিণীজ শৃঙ্গে,
হিস্পান উদ্ধার কর মাতি রণরঙ্গে।

(১৪)

সমগ্র আফ্রিকা হ'তে শ্বেত দস্যুগণে
দেহ খেদাইয়া কিম্বা বধহ জীবনে।
চৈত্র মাসে ঘূর্ণবায়
উড়ায় যথা তুলায়
কিম্বা মেঘদলে যথা বৈশাখ-পবনে ;
তথা ছুড়ে ফেল দূরে শ্বেত দস্যুগণে।

(১৫)

সিংহ যথা মৃগযুথে করে আক্রমণ
তেমতি করহ সবে অরাতি হনন।
দ্বিষৎ-শোণিত স্রোতে
স্ফীত কর নীল নদে ;
সাজ লো মিসর তুই লোহিত-বসনা,
শোণিত-পিপাসু ভীমা অনল-রসনা !

(১৬)

সালাউদ্দীনের সেই বিক্রম ভীষণ,
জ্বলুক হৃদয়ে যেন কাল হুতাশন !
তোমার বিজয় দৃশ্যে
আবার বিপুল বিশ্বে
জাগুক্ রে মুসলমান আরব আজমে,
পড়ুক রে জয়ধ্বনি এ ভারত ভূমে।

(১৭)

শব্দবহ ! বহ আজি তেজঃসঞ্জীবনী,
এ মম প্রাণের জ্বালা বাণী সন্দীপনী,
মিসরের ঘরে ঘরে
কত যত নারী নরে
জাগ, উঠ, চল সবে কর প্রাণ দান
শুন অই প্রাণরাজ্যে স্বর্গের আহ্বান।

(১৮)

গো মেষ দুম্বা ও ছাগে করিলে কোর্ব্বাণী,
পোহাবে না কখনও এ দুঃখ রজনী,
বিধি যে নিঠুর শক্ত
চাহে রে তোদের রক্ত,
চাহে তিনি লক্ষ শির, লক্ষ প্রাণ দান
তবে পাবি—স্বাধীনতা সুচির কল্যাণ।

(১৯)

বিনা জলে তরু লতা হয় না বর্দ্ধিত,
বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত,
শোণিত সেচন ভিন্ন
নাহিক উপায় অন্য,
বাঁচাইতে স্বাধীনতা অমৃত-বিটপী,
ন্যায় ধর্ম্ম জ্ঞান বীর্য্য যার ফলরূপী।

(২০)

শুনাও মৈসরীগণে এই মহা তত্ত্ব,
স্বাধীনতা মানবের জন্মগত স্বত্ব,
স্বাধীনতা মনুষ্যত্ব
একত্র আবদ্ধ নিত্য,
পরাধীন দেশ তাই মনুষ্যত্বহীন
কর্ত্তব্য দলিত তথা হয় অনুদিন।

(২১)

মিসরের স্বত্ব সব মিসর বাসীর,
বিন্দুমাত্র স্বত্ব তাহে নহে বিদেশীর,
তবে কেন দুস্যগণ,
সর্ব্বস্ব করে লুণ্ঠন,
কর তবে দস্যুদলে কর নির্ব্বাসিত,
অতল সাগরে কিম্বা কর নিমজ্জিত।

(২২)

যথা মেহেদীর দেহ করি উত্তোলন,
ভস্ম করি নীল নদে ক'রেছে ক্ষেপণ।

তেমতি দস্যুর দলে
জ্বালায়ে প্রচণ্ডানলে
ভূমধ্যসাগরে কর ভস্ম বিসর্জ্জন
ঝটিকা প্রবাহে কিম্বা কর উড্ডয়ন।

(২৩)

হে বারিদ ! ঘোষ আজি প্রলয় গর্জ্জনে,
এ মম প্রাণের জ্বালা মৈসরী-শ্রবণে।
এ প্রাণের সন্দীপনা,
মহামত্ত উন্মাদনা,
করুক সবার প্রাণে অনল সঞ্চার ;
ধরুক শ্যামল ধরা, লোহিত আকার !

(২৪)

চাহিনা বিশ্রাম শান্তি হ'ক সব দূর,
বিলাস ব্যসন সুখ হ'য়ে যাক্ চূর,
বহুক অশান্তি ঝড়,
রণরঙ্গ ভয়ঙ্কর
ইস্‌লামের জয়কেতু উড়ুক গগনে,
'আল্লাহু' ধ্বনিতে হ'ক সমগ্র ভুবনে।

(২৫)

বাজ দ্রিম্ দ্রিন্ তানা বাজ মম বীণ,
ঘুচে যাক্ মোস্‌লেমের এঘোর দুর্দ্দিন,
নব আশে বীরবেশে
সাজুক রে দেশে দেশে,
সিংহসুত মুসলমান ! আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে,
দীপ্ত হ'ক্ সারা বিশ্ব সৌভাগ্য-বিভাসে।

# উন্মেষণা

(১)

কেহ কি জাগিস্ বঙ্গে?
কেহ কি আছিস্ মুসলমান?
চেয়ে দেখ্ প্রাচীমূলে
কি স্বর্গীয় প্রভা জ্যোতিষ্মাণ!

(২)

বিপ্লব–ঝটিকা অই
আসিতেছে প্রচণ্ড প্রভাবে;
কাঁপিবে ভারতভূমি
সুনিশ্চিত তাহার প্রভাবে!

(৩)

এ নহে কল্পনা কিম্বা
অলসের অসার কাহিনী
নহে দূর–পোহাইতে
ভারতের কাল নিশীথিনী

(৪)

বিপ্লব তরঙ্গ রঙ্গে
এ ভারত হবে কম্পমান,
সে কম্পনে চূর্ণ হবে
ভারতের যত অকল্যাণ।

(৫)

জ্বলিবে ভীষণ বহ্নি
সর্ব্বগ্রাসী কালানল প্রায়,
অত্যাচার অবিচার
ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে হায়,

(৬)

রাজ–সিংহাসন হ'তে
দরিদ্রের পর্ণের কুটীর,

বিপ্লব–তরঙ্গে সব
সুনিশ্চিত হইবে অধীর।

(৭)

অই অন্ধ প্রভু শক্তি
সিন্ধু–জলে হবে নিমজ্জিত,
নব শক্তি নব জাতি
এ ভারতে হইবে উত্থিত।

(৮)

হাসিওনা–মুসলমান !
দেখ অই চারিদিকে চেয়ে,
বিপ্লবের মহা বাত্যা
আসিতেছে ধরণী ছাইয়ে !

(৯)

বিশাল ভারত হ'তে
পাশ্চাত্যের শক্তি দর্প বল,
একেবারে লুপ্ত হবে
মরুভূমে যথা বৃষ্টিজল

(১০)

রুদ্র দীপ্ত চণ্ড বেশে
এ ভারত জাগিবে আবার,
দেখাবেন পরমেশ
অপূরব মহিমা তাঁহার।

(১১)

সহস্র বর্ষের অই
নিপতিত ভীরু হিন্দুগণ
তারাও ধরিবে মূর্ত্তি
ভীম চণ্ড সিংহ সংহনন !

(১২)

অই শিখ রাজপুত,
বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মহারাঠী ;

বেহারী, উৎকলী, পার্সী
মান্দ্রাজী, তামিলী, গুর্খা আদি।

(১৩)

একতা বন্ধনে সবে
হইবেক মহা শক্তিধর,
প্রতাপে কাঁপিবে বিশ্বে
স্বর্গলোকে দেবতা নিকর।

(১৪)

হের তার আয়োজন
হইতেছে ভারত ব্যাপিয়া,
কি এক প্রবল শক্তি
উঠিতেছে ক্রমশঃ জাগিয়া।

(১৫)

হের অই হিন্দু জাতি
করিতেছে মহা অভ্যুত্থান ;
ঘরে ঘরে নরনারী
করিতেছে শক্তি সমাধান।

(১৬)

ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে
হের অই দীপ্ত তরবার,
দিকে দিকে উঠিতেছে
শুন অই কি ঘোর হুঙ্কার !

(১৭)

বালক বালিকাগণ
সাজিতেছে ক্রমে রণরঙ্গে,
মেদিনী স্তম্ভিত হবে
বিপ্লবের উচ্চণ্ড তরঙ্গে।

(১৮)

বৈদেশিক প্রভু শক্তি
সমূলে হইবে উৎপাটিত,

এ নহে কল্পনা কভু
জেনে রাখ, নিতান্ত নিশ্চিত।

(১৯)

ওরে মূর্খ মুসলমান !
আছিস্‌রে কি ভাবে মগন,
বাঁচিতে চাহিস্‌ যদি
জাগ তবে জাগরে এখন।

(২০)

মহা জাতি সংগঠনে
মত্ত হও মহা সাধনায়।
আত্মশক্তি বৃদ্ধি কল্পে
সঁপে দাও মন প্রাণ কায়।

(২১)

দুর্ব্বল দরিদ্র ক্ষীণ
কাপুরুষ ধামাধরা জাতি,
রবে না অস্তিত্ব তার
প্রকৃতির কঠোর নিয়তি।

(২২)

তাই বলি মুসলমান !
চাহ যদি থাকিতে ধরায়,
মহা শক্তি সাধনায়
সঁপে দাও মন প্রাণ কায়।

(২৩)

ধন বল, বিদ্যা বল
সর্ব্বোপরি চাহি বাহুবল,
দুশ্ছেদ্য একতা চাহি
চাহি আর হৃদয়ের বল।

(২৪)

তাহা না হইলে তোরা
কিছুতেই নারিবি টিকিতে,

ঘটিবে স্পেনের দশা
পুনরায় ভারত ভূমিতে।

(২৫)
দুর্ব্বল অধম জাতি
বিশ্ব হ'তে বিলুপ্ত হইবে,
প্রবল প্রচণ্ড জাতি
সৌভাগ্যের আসনে বসিবে।

(২৬)
পুনঃ বলি সাবধান
হও ত্বরা যত মুসলমান,
শক্তি ভিন্ন না পাইবি
কিছুতেই আর পরিত্রাণ।

# স্পেনের প্রতি

(১)

রবিকর সমুজ্জ্বল নীলাকাশতলে
নীল নীর রাশিময় ভূমধ্যসাগর,
তুলিয়া তরঙ্গমালা পবন হিল্লোলে
নাচিছে দিগন্ত ব্যাপী কিবা মনোহর !
শ্যাম তরু কুঞ্জময় রম্য দ্বীপমালা
কতই সুন্দর দৃশ্য করে প্রকটন ;
চারিদিকে ভাসিতেছে শুভ্র ফেণমালা,
রমণী নিতম্বে চারু মেখলা যেমন।
বস্তুতঃ ভূমধ্য-দৃশ্য কবির হিয়ায়
ভাবের লীলা-লহরে আনন্দে মাতায়।

(২)

অই ভূমধ্যের কূলে পশ্চিম সীমায়
প্রকৃতির ক্রীড়াকুঞ্জ শোভিছে হিস্পান,
তীরে শোভে গিরিমালা সমুন্নত কায়
দূর হতে দর্শকের আকর্ষে নয়ান !
লো হিস্পান ! আজি তোরে করিয়া স্মরণ !
কত না অতীত কথা উঠিলে জাগিয়া !
কোথায় তোমার সেই সমৃদ্ধি ভূষণ
কালগর্ভে সব হায় ! গিয়াছে মিশিয়া।
মোস্‌লেমের কীর্ত্তিভূমি তুমিলো হিস্পান !
তোমার বৈধব্যে আজি বিদরে পরাণ।

(৩)

মোস্‌লেমের কীর্তিভূমি তুমি লো হিস্পান !
বিদ্যার বিনোদ-গৃহ, জ্ঞানের নিকুঞ্জ
ঐশ্বর্য্যের নিকেতন, বাণিজ্যের স্থান
শিল্পের প্রভব ভূমি কবিত্বের কুঞ্জ,
বীরত্বের নাট্যশালা, বিজ্ঞানের খনি,
কলার কল্প-পাদপ, সাহিত্য-সাগর,

সভ্যতার লীলাক্ষেত্র য়ুরোপার মণি
শিক্ষার গৌরবে তুমি দীপ্ত প্রভাকর।
তোমার গৌরব গাথা করিতে ঘোষণা,
অক্ষম রসনা আজি বিবশ কল্পনা!

(৪)

জ্ঞান-বিদ্যা-বিমণ্ডিত তোমার সন্তান,
যাদের চরণতলে আনন্দে বসিয়া
অসভ্য অজ্ঞান মূর্খ বর্ব্বর খ্রীষ্টান,
ইস্‌লামের সভ্যতা ও জ্ঞান আহরিয়া,
হয়েছে ধরায় এবে সুসভ্য প্রধান,
কোথায় তোমার আজি সে সব নন্দন!
কোথায় তোমার আজি বিজয় নিশান!
কোথায় সে যোধরাব শ্রুতি বিভীষণ!
কোথায় তোমার আজি বিজ্ঞান-গরিমা।
কোথা গেল তব সেই সভ্যতা মহিমা!

(৫)

লো হিস্পান! পুণ্যভূমি কোন্ পাপ হেতু
ঘটিল ভালেতে তব দুর্দ্দশা ভীষণ!
কি কারণে জ্যোতির্ম্ময় ইস্‌লামের কেতু
লভিল সাগর পারে চির নির্ব্বাসন!
কোথা সে বীরেন্দ্র মুসা? তারেখ কোথায়?
ভুজ বীর্য্যবলে যারা প্রবল বিক্রমে
ল'য়ে মুষ্টিমেয় সেনা নির্ভীক হৃদয়
উদ্ধার করিল তোমা ঘোরতর রণে।
যুগান্তের পুঞ্জীভূত কোফর আঁধার,
দূর হল আবির্ভাবে ইস্‌লাম রাকার।

(৬)

ইস্‌লামের দীপ্তরশ্মি অতুল প্রভায়
ছড়া'য়ে পড়িল তব সমগ্র ভূভাগে,
পুণ্যের মোহিনী শক্তি আলোক-বাত্যায়
সৃজিল অপূর্ব্ব দৃশ্য নব অনুরাগে।
কেন্দ্রে কেন্দ্রে উঠিলেক আল্লাহর ধ্বনি

একত্বের সুধারস করি বরিষণ,
হৃদয়-তন্ত্রীতে পুনঃ বাজিল সে বাণী ;
লভিল অগণ্য নর নূতন জীবন।
খ্রীষ্টীয় ত্রিত্বের ক্রুশ চরণে ঠেলিয়া,
ইস্‌লামের জয়কেতু উঠিল উড়িয়া ॥

(৭)

পৌর্ণমাসী চন্দ্রমার কৌমুদী জিনিয়া
বিদ্যার বিমল আলো হ'ল বিচ্ছুরিত,
সবিস্ময়ে ইউরোপ দেখিল চাহিয়া
নবীন আলোকে ধরা হইল প্লাবিত।
শত বিশ্ব-বিদ্যালয় লক্ষ পাঠশালা
নগরে নগরে তব পল্লীতে পল্লীতে
হইলেক প্রতিষ্ঠিত ; জ্ঞানালোকমালা
সাম্রাজ্য জুড়িয়া তব লাগিল জ্বলিতে।
কিবা সে অপূর্ব্ব দৃশ্য কি বলিব আহা !
কোন দিন বিশ্ববাসী দেখে নাই যাহা।

(৮)

কত রম্য হর্ম্ম্যশ্রেণী, সুবর্ণ খচিত
অপূর্ব্ব কারু-কৌশলে যতনে গঠিত,
শত শত নগরেতে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
করিল সৌন্দর্য্য তব চির অতুলিত।
দ্রুম-বল্লী সুশোভিত ফল ফুলময়
প্রকৃতির রম্যগেহ—লক্ষ উপবন,
কবি-চিত্ত সম্মোহন দৃশ্য সমুদয়
করিত তোমার অঙ্গ—সুষমা বর্দ্ধন
ভূতলে অতুল সেই এরেম* উদ্যান,
হায়রে ! হ'য়েছে আজি যেনরে শ্মশান।

(৯)

অভ্রভেদী ভীমকান্ত পর্ব্বত সমান
কোথায় তোমার সেই দুর্গ সমুদয় ?

---

* এরেম স্বর্গীয় উদ্যান বিশেষের নাম।

অর্দ্ধচন্দ্র বিখচিত বিজয় নিশান,
ঘোষিত শীর্ষেতে যার "ইস্‌লামের জয়" !
বীরবপুঃ দীপ্তকান্তি, গাম্ভীর্য্য আধার,
অযুত অযুত সেনা বিরাজীত যথা,
যাদের অদম্য তেজেঃ শত শত বার
পরাজিত রিপু দল ; নহেক অন্যথা।
হায় ! সেই দুর্গ শ্রেণী ধ্বংস অবশেষ
দরশনে কার মনে না উপজে ক্লেশ ?

(১০)

নগরীকুলের রাণী গ্রাণাডা কোথায় ?
কোথায় কর্ডোভা আহা ! বিশ্ব অভিরাম ?
টলিডো সেভিল কোথা শিল্পের আলয় ?
কোথায় সে ভালেন্সিয়া বাণিজ্যের স্থান ?
কোথায় সে গ্রাণাডার আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ ?
অতুল সৌন্দর্য্যে যার বিমুগ্ধ ভুবন।
শত শত নৃপতির হৃদয়ের সাধ
শিল্পিকুল মণিদের আদরের ধন !
ধ্বংস অবশেষে যার সৌন্দর্য্য ভঙ্গিমা
দেখিয়া মোহিছে বিশ্ব ভাস্কর্য্য-গরিমা।

(১১)

কডিজ মালাগা জীন আর বর্সিলোনা,
সমৃদ্ধ শিল্পের সেই বিশাল ভাণ্ডার,
সারাগোসা মারসিয়া, কিবা কার্থেজিনা
অতুলিত ঐশ্বর্য্যের বিশাল আগার,
যাদের গৌরব গাথা ইতিহাস পৃষ্ঠে
জ্বলন্ত অক্ষরে অহো, র'য়েছে লিখিত,
অধুনা তাদের হায় ! দুরবস্থা দৃষ্টে
কার না হৃদয় বল হয় বিচলিত ?
ইস্‌লামের পূর্ণচন্দ্র কাল রাহু গ্রাসে,
নিমগ্ন হিস্পান আজি বিঘোর তামসে।

(১২)

স্বর্ণ কুম্ভ সুশোভিত চারু শোভাময়,
তুষার ধবল অঙ্গ মর্ম্মর রচিত,

মণিমুক্তা হীরকাদি রতনে খচিত,
কোথায় যে সমুচ্ছ্রিত মস্‌জিদ চয় !
সহস্র সহস্র কণ্ঠে প্রার্থনার ধ্বনি
উঠিত অম্বরে যথা মোহিয়া মেদিনী
নিশায় জ্বলিয়া যথা গন্ধ দীপ শ্রেণী,
সৃজিত পরম শোভা মানস-মোহিনী।
শোভাময় সে সকল মস্‌জিদ এখন
ধূলি-বিলুণ্ঠিত হ'য়ে করিছে রোদন।

(১৩)

কোথায় সে কর্ডোভার জোহরা প্রাসাদ,
জোহরা রাজ্ঞীর সেই শরীরি কল্পনা
চিরবিশ্ব খ্যাত যার সৌন্দর্য্য প্রবাদ
কল কণ্ঠে গায় কবি যাহার বন্দনা।
কোথা যে দরবার গৃহ বিরাট বিশাল ?
কোথা তার রম্যোদ্যান জগজন লোভা ?
কোথায় সে নির্ঝারিণী, কোথা স্রোতাঃ জল,
কোথায় সে চিত্রাবলী অনিন্দিত শোভা ?
সকলি বিলীন এবে কালের কবলে
স্মরিলে ভাসয়ে বৃক্ষ নয়নের জলে।

(১৪)

লো হিস্পান ! মোস্‌লেমের গৌরব-সমাধি
কালচক্রে ঘটিয়াছে কিবা বিপর্য্যয় !
একদা ছিলনা তোর সৌভাগ্য-অবধি
আজি কিবা পরিণাম ! বিদরে হৃদয় ! !
সযত্ন-সম্ভূত তুমি মোস্‌লেম-উদ্যান,
জলে-স্থলে দীপ্যমান সোসলেম-কীরিতি
একটিও কিন্তু আজি নাহি মুসলমান,
সকলি বিলুপ্ত, জাগে কেবল স্মিরিতি !
মোস্‌লেম-নন্দন আজি হইয়া হতাশ,
তবপানে চে'য়ে ফেলে সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

(১৫)

লো হিস্পান ! মোস্‌লেমের সাধের উদ্যান
দহিছে তোমার স্মৃতি জ্বলন্ত শিখায়,

করিবে বিধাতা কবে কল্যাণ বিধান
দুঃখ নিশি, সুপ্রভাত কবে হবে হায়!
নিদ্রিত মোসলেম কবে উঠিবে জাগিয়া,
মেলিয়া যুগল আঁখি সিংহের মতন,
আল্লাহু আকবর নাদে পৃথ্বী কাঁপাইয়া
পূর্ব্ব অধিকার পুনঃ করিবে গ্রহণ?
সে সুদিনে সুপ্রভাতে হবে তবে নিশি
সৌভাগ্য কিরণ-জালে হাসিবেক দিশি।

## অভিভাষণ

(১)

আশার তপন নব্য যুবগণ !
সমাজের ভাবী গৌরব-কেতন ;—
তোমাদের পরে জাতীয়-জীবন
তোমাদের পরে উত্থান পতন,
নির্ভর করিছে জানিও সবে।

তোমরা জাগিলে সমাজ জাগিবে,
তোমরা মরিলে সমাজ মরিবে,
তোমাদের পদচিহ্ন অনুসরি,
চলিবে আবার সমাজের তরী ;
তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের কর্ম্ম,
তোমাদের শিক্ষা তোমাদের মর্ম্ম,
সবাই গ্রহণ করিব।

(২)

তাই বলি ভাই ! এ যৌবন হতে,
চালাও জীবনে কর্ত্তব্যের পথে
হও হে' সকলে উন্নত মহান
দীপ্ত-ধর্ম্ম বলে হও তেজীয়ান,
সত্যের প্রচারে, নীতির বিস্তারে,
ঈশ্বর বিশ্বাসে, উৎসাহ সঞ্চারে,
পতিত জাতিরে উদ্ধার কর।
বিলাস-ব্যসন করি পরিহার
আর একদল না গ্রহিয়া দার
জাতির উদ্ধার মন্ত্র করি সার,
কর প্রাণে প্রাণে অগ্নির সঞ্চার ;
সেবাব্রত সবে গ্রহণ কর।

(৩)

শিক্ষকতা ব্রত করিয়া গ্রহণ
শিক্ষার বিস্তারে হও হে মগন

ধর্ম্ম ও সমাজ করিতে সংস্কার,
জীবন উৎসর্গ কর আপনার ;
তবেই জীবন হইবে ধন্য।

জাতির উদ্ধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম
বুঝাও সবায় এই গূঢ় মর্ম্ম,
শিল্পের উন্নতি বাণিজ্য বিস্তার,
ব্যায়ামের চর্চা, লোক সেবা আর,
গ্রামে গ্রামে যে'য়ে করহ বিস্তার ;
খোদার নিকটে হইবে গণ্য।

(৪)

বারেক জনম বারেক মরণ,
এই ভাবি কর ব্রত উদ্‌যাপন ;
পশুর বদলে আপনার প্রাণ,
খোদার উদ্দেশে করহ কোর্ব্বাণ ;
উড়ায়ে সদম্ভে জ্ঞানের নিশান,
যাও দেশে দেশে করিতে সন্ধান
অখণ্ড জাতির উত্থান হেতু।

নিন্দা প্রশংসা দলিয়া চরণে,
বিবেক আদেশ শুনিয়া শ্রবণে,
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখি নির্ভীক অন্তরে,
যাও কার্য্য করি অবনীর পরে ;
স্বরগে উড়িবে যশের কেতু

(৫)

সভা ও সমিতি গঠন করিয়া,
নিদ্রিত সমাজ তোল জাগাইয়া ;
জাতীয়-সঙ্গীত করি সবে গান
নাচাও উৎসাহে নিদ্রিত পরাণ
জলদ গম্ভীরে জ্বালাময়ী বাণী,
ঢালুক হৃদয়ে মৃত সঞ্জীবনী ;
মরা গাঙ্গে পুনঃ ছুটুক বাণ।

ওহে দয়াময়! কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচে যাক সব্ কলহ বিবাদ

কোটি কোটি ভাই হয়ে এক প্রাণ,
বীর দম্ভে করি আত্ম বলিদান,
সাধি যেন সবে জাতীয় কল্যাণ;
হেন শক্তি আজি করহ দান!

(৬)

আল্লা ভিন্ন দাস নহি কারো আর,
তিনি ভিন্ন প্রভু কেহ নাই আর,
তাঁর কথা শুনি জীবনের পথে,
চলিব সবাই ধরি হাতে হাতে;
দীপ্ত তেজ; রাশি পড়িবে ছুটে।
এস তবে আজি নব্য যুবগণ!
আল্লাহু আকবর করি উচ্চারণ,
জাতীয় উদ্ধারে হই নিমগন;
রহিব না আর ভূমিতে লুটে।

(৭)

সিংহ শিশু হয়ে কেন রব মেষ?
কেন বা সহিব দুর্গতি অশেষ?
কেন বা হইব লাঞ্ছিত গঞ্জিত?
কেন বা রহিব পতিত দলিত,
জনম গ্রহিয়া মোস্‌লেম কুলে!

এক দিন হায়! যাদের সন্তান,
শাসিত পৃথিবী ধরিয়া কৃপান!
এখনও যারা বিপুল ভূখণ্ড,
শাসন করিছে বিক্রমে প্রচণ্ড!
সেই বীর বংশে লভিয়া জনম,
কেন বা রহিব পশুর অধম?
উন্নত আদর্শ কর্ত্তব্য ভুলে!

(৮)

তুচ্ছ চাকুরীর প্রলোভনে পড়ি,
কেন বা পরিব গোলামীর বেড়ী?
কেন রব ভস্ম হইয়া অনল?

কেন বা রহিব অলস দুর্ব্বল?
সকলের পিছে কেন বা চলিব?
চরণের তলে কেন বা বসিব?
প্রভুর কেনরে দাসের দশা!!
এ দাসত্ব-দুঃখ হীনতা দারুণ,
পোড়াইতে আজি জ্বাল্‌রে আগুন;
দূরিতে দীনতা নীচতা হীনতা,
হে যুবক দল! জাগাও আশা।

(৯)

কারে করি ডর? কেন বা ডরাই!
বিধাতা ঘোষিছে 'নাহি ভয় নাই"
সপ্ত কোটী ভাই হলে এক ঠাঁই,
বিপুল জগতে পড়িবে সাড়া!
আমরা মোগল, আমরা পাঠান,
গৌরব মোদের চির জ্যোতিষ্মাণ,
সে গৌরব একে হইয়াছে ম্লান,
ম্লানিমা ঘুচাতে বারেক দাঁড়া!

(১০)

এক দিন হায়! যাঁদের তনয়,
একাকী করিত সাম্রাজ্য বিজয়!
এক দিন যারা জ্ঞান পিপাসায়,
রহিত নিয়ত বিদ্যার সেবায়;——
হইয়া আমরা তাদের নন্দন,
কেন বা রহিব অজ্ঞান অধম,
হয়েছি কি হেন আপনা হারা?
আয় তবে সবে এ শুভ প্রভাতে,
কোটি শির তুলি দাঁড়াই জগতে,
দেখ চারিদিক দেখরে চাহিয়া,
আঁধার কালিমা গিয়াছে ঘুচিয়া,
আয় দলে দলে আয়রে ছুটিয়া,
পদভরে ধরা কম্পিত করিয়া,
ভাঙ্গি ফেল আজি জড়ত্ব-কারা!

(১১)

আয় তবে সবে জ্ঞান উপার্জ্জনে,
আয় তবে সবে চরিত্র গঠনে,
আয় তবে সবে শক্তি সাধনায়,
আয় তবে সবে আত্ম-প্রতিষ্ঠায়,
আয় ত্বরা করি বীরের সাজে।

আয় তবে সবে কর আজি পণ,
উদ্ধারিতে হৃত-ভাগ্য-সিংহাসন,
আল্লাহু নিনাদে অবনী কাঁপুক,
মোসলেম আবার জাগিয়া উঠুক,
লাগুক্ জীবন জাতীয় কাজে।

(১২)

তাহারি জনম হইবে উজ্জ্বল,
তাহারি জীবন হইবে সফল,
সেই ধন্য গণ্য এ জগতী তলে,
প্রকৃত মোস্লেম সেইরে একালে,
উত্থানের মন্ত্রে দীক্ষিত যে।

শুধু এবে আর নামাজ রোজায়,
হজ্ব ও জাকাত কোর্ব্বাণী লিল্লায়,
হবে না হবে না পুণ্যের সাধন,
উদ্ধারের ব্রত না কৈলে গ্রহণ;
বিফল বিফল বিফল সে।

(১৩)

তাই পুনঃ বলি হে যুবক দল!
ভাবী গৌরবের আশা সমুজ্জ্বল!
উত্থানের মন্ত্রে সবে লও দীক্ষা,
মহা ব্রতে আজি লও সবে শিক্ষা,
ভারত জুড়িয়া জাতীয় জীবন,
গঠন করিতে করহ উদ্যম,
নির্ভর রাখিয়া খোদার প্রতি।

জাতীয় সঙ্গীত কর সবে গান,
বিমান ভেদিয়া উঠুক সে তান,

বীরের পোষাক কর পরিধান,
বল বীর্য্য শৌর্য্য কর সমাধান,
জ্ঞানের পিপাসা হ'ক বলবতী।

(১৪)

হে এলাহি ! আজি কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক মোদের কলহ বিবাদ,
প্রাণে প্রাণে আজি উৎসাহ-অনল,
দেহ জ্বালাইয়া ভীষণ প্রবল !
দেহ সবে জ্ঞান দেহ সবে শক্তি,
জাতির উদ্ধারে দেহ আনুরক্তি ;
বিনীত মিনতি এই চরণে।

দেহ মনুষ্যত্ব দেহ তজঃ বল,
রাখিও না আর অলস দুর্ব্বল,
বিবেক বিজ্ঞান উঠুক জ্বলিয়া ;
আপনার স্থান লউন খুঁজিয়া ;
তোমার কৃপায় নিজ বিক্রমে।

## মরক্কো সঙ্কটে

(১)

এস বজ্র, এস অগ্নি, এস বায়ু, এস ঝড়,
জ্বলুক বিপ্লব-বহ্নি বিশ্ব ব্যাপি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত সিন্ধু একেবারে হ'ক আজি উচ্ছ্বসিত,
বহুক উচ্চণ্ড উর্ম্মি ভাঙ্গি গিরিবন যত!
শত বজ্র ভীম হ্রাদে গর্জ্জুক অম্বর দেশে,
জাগুক মোস্‌লেমগণ সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব দেশে!
বিশ্বদাহী বালানল হ'ক আজি প্রজ্বলিত,
আলস্য-বিলাস সুখ করুকরে ভস্মীভূত!
অধীন-জীবন-গ্লানি বুঝিয়া মোস্‌লেমগণ,
স্বাধীন জীবন হেতু করুক জীবন পণ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ভুলে যেয়ে ধীর ধর্ম্মে ল'ক দীক্ষা,
সর্ব্ব কর্ম্ম তেয়াগিয়া বীর কর্ম্মে ল'ক শিক্ষা!
বি-এ, এম-এ পাশে আর নাহি হবে কোন কাজ,
বাঁচিবারে চাহ যদি, চাহি মরণের পাশ।

(২)

কোথা আর্য্য মোহাম্মদ! শত সূর্য্য তেজে দীপ্ত,
মর্ত্ত্যে আসি হের আজি কি বিপদ ঘনীভূত!
সর্ব্ববিঘ্ন-বিমর্দ্দিনী-সঞ্জীবনী-শক্তি দানে,
জাগাও জাগাও তাত! নিদ্রিত মোস্‌লেমগণে।
স্বরগ হইতে আজি কর দেব! এ ঘোষণা,
নামাজ রোজায় শুধু মুক্তি আর হইবে না।
গাজী ভিন্ন কোন জন এযুগে পাবেনা ত্রাণ,
প্রাণদানে অশক্ত যে,—সেত নহে মুসলমান।
শত্রুন্তপ মহা যোদ্ধা ব্রজ-দৃঢ় তেজঃ-দীপ্ত,
যে হইবে, সেই বটে ঈশ্বরের মহা ভক্ত।

(৩)

কি লিখিস রে লেখনি! কেনরে উন্মত্ত হেন?
রণরঙ্গ-বিলাসিনী আজিরে কল্পনা কেন?

শ্যামল বঙ্গের কবি কোমল শিরাজী আজি,
মত্ত সিংহ-বীর্য্যে মাতি কেন হতে চাহে গাজী ?
কি বুঝিবি তোরা তার ওরে চিন্তাহীনগণ,
কিবা অনুতাপানলে দহিছে হৃদয়-বন।
কোথা পিতামহগণ ! কর আজি দরশন,
লুপ্ত হয় বিশ্ব হতে ইস্‌লামের সিংহাসন।
কত শত প্রাণ দানে কঠোর সাধনা বলে,
যে সকল সিংহাসন স্থাপিলে এ ভূমণ্ডলে !
ক্রমে তার সবগুলি শ্বেতাঙ্গ অরাতিগণ,
নানা ছলে কলে বলে করিতেছে সংহরণ।
আফ্রিকার একমাত্র স্বাধীন মুরের বাস,
সাধের মরক্কো রাজ্য তাহারে করিতে গ্রাস।
শ্বেতাঙ্গ ফরাসী দস্যু বাধায়েছে মহারণ,
তথাপি রবি কি ঘুমে ওরেরে মোস্‌লেমগণ !
একে একে সব হায় ! গেল শত্রু করতলে
উদ্ধারের কোন চেষ্টা না দেখিলি কোনকালে !
শ্বেতাঙ্গ দানবগণ এখনও চিনিলি না
উত্থানের মহাবাণী এখনও শুনিলি না।

(৪)

ঘরে ঘরে জনে জনে কর আজি এই পণ,
প্রাণপণে উদ্ধারিতে দস্যু-হৃত সিংহাসন।
অখণ্ড জগৎ জুড়ি করিবারে সমুত্থান
নরনারী সবে মিলে কর শক্তি সমাধান !
পাষণ্ড দানবগণে খণ্ড খণ্ড করি রণে
উদ্ধারিতে হবে পুনঃ মরকত-সিংহাসনে।
উন্মাদিনী শক্তি বলে সবার উন্মত্ত কর
ভ্রাতৃপ্রেমে মাতি আজি ভা'য়ে ভা'য়ে এক কর।
সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে সকল মোস্‌লেম প্রতি
প্রতি মোস্‌লেমের হৃদে বহুক অক্ষয় প্রীতি।
একের বিপদে যেন কাঁদে সকলের প্রাণ
একের সুখেতে যেন করে সবে সুখ জ্ঞান।

(৫)

আয় ভাই ভগ্নিগণ ! করি আজি এই পণ
সুখ দুঃখ সব ভুলে হয়ে আত্ম-বিস্মরণ।

যত দিন নাহি হয় বিশ্বব্যাপি অভ্যুত্থান
তত দিন না করিব রঙ্গরসে যোগদান।
যত দিন নাহি ঘোচে অধীনতা অমানিশি
তত দিন না করিব কোনরূপ হাসিখুশী।
যত দিন নাই হয় প্রতি বাহু বীর্য্যবান,
তত দিন বল হেতু কর শক্তি সমাধান।
ধ্বংসিতে অরাতি গ্রামে কর গূঢ় মন্ত্রণা
বাঁচিবারে চাহ যদি শিখ অস্ত্র সঞ্চালনা।
সমর কৌশল বলে হও সবে গরীয়ান
তবেই পাইবে মুক্তি তবে হবে অভ্যুত্থান !
উত্থানের মহা মন্ত্র সকলে করহ জপ
উত্থানের সাধনায় কর সবে মহাতপ।
উত্থানের হেতু সবে করহ প্রার্থনা নিত্য
উত্থানের হেতু সবে হও মহা বীর্য্যে মত্ত।
উত্থানের হেতু সবে ছুটে যাও দেশে দেশে
নানা তত্ত্ব নানা সত্য শিখ সবে নানা বেশে।
সমর বিজ্ঞান সবে কর খর আলোচনা
আধুনিক রণনীতি কর সবে গবেষণা।
বালক বালিকাগণে শুনাও উত্থান গাথা
শুনাও অজ্ঞান দলে যতেক মরম ব্যাথা।
"উত্থান" "উত্থান" ধ্বনি উঠুক জগৎ জুড়ি
অরাতি দানবগণ উঠুক ভয়ে শিহরি।
মোস্‌লেমের প্রতি করে ঝলসি উঠুক আসি
চঞ্চলা দামিনী সম মহৌজ্জ্বল্য পরকাশি !

(৬)

সুখময় ! স্বর্গধাম খুলিতে তাহার দ্বার
তরবারি ভিন্ন কিছু নাহিক উপায় আর।
পরাধীন কাপুরুষ যেই জাতি ভূমণ্ডলে
অন্তেও দহিবে তারা ভীষণ নরবানলে।
গোলাম জাতির তরে স্বর্গধাম কভু নয়
স্বাধীন জাতির তরে সে স্বাধীন স্বর্গালয়।
কোটি কোটি কণ্ঠে আজি উঠুক আল্লাহু ধ্বনি
উঠুক গরজি দম্ভে কামানের মহাধ্বনি।
স্বাধীন জাতির তরে সে স্বাধীন স্বর্গালয়।

ধরুক সংহার মূর্ত্তি জগতের মুসলমান
নতুবা দানব হস্তে কিছুতেই নাহি ত্রাণ !
একে একে রাজ্যগুলি গরাস করিয়া শেষে
'ভম্পেয়ার' সমরক্ত খাইবেক মহা শোষে।*
রবে না ধরায় তবে ইস্‌লাম ও মুসলমান
লভিবে একাধিপত্য যত শ্বেত শয়তান।

(৭)

হে বিভু করুণা করি নিদ্রিত মোস্‌লেমগণে
দেহ জাগাইয়া নাথ ! এ জাতীয় দুর্দ্দিনে !
পোহাইছে কাল রাতি জাগিছে সকল জাতি
মোস্‌লেম এখনো ঘুমে কি হবে কি হবে গতি ! !
অগতির গতি তুমি তুমি জগতের পতি
জাগাও মোস্‌লেমে নাথ ! করিয়া করুণা-রতি।
আশীর্ব্বাদ-সঞ্জীবনী কর আজি বরিষণ
মৃত্যু শয্যা হতে পুনঃ জাগুক মোসলেমগণ।
তোমার পবিত্র নামে হ'য়ে সবে মাতোয়ারা
জয় নাদে পদভরে কম্পিত করুক ধরা।
ভেঙ্গে দাও বিশ্বপ্রভু ! জীবনের মহাভুল
নিমজ্জিত প্রায় তরী আবার পাউক কূল !
প্রাণে প্রাণে জ্বলুকরে মহা উন্মাদনানল ;
নবজীবনের পুনঃ উঠুকরে কোলাহল !
নতুবা নতুবা নাথ ! একেবারে কর ধ্বংস
ধরায় রেখ না আর অধীন গোলাম বংশ।

## আমীর আগমনে

(১)

কি দেখিতে হে আমীর ! আসিয়াছ ভারতে ?
ভারত এখন শৈভে শশ্মানের বেশেতে ;
ঐশ্বর্য্যের ঘোট ঘটা,
সেই সমৃদ্ধির ছটা,
মুগ্ধ করেছিল যাহা এক দিন বসুধায় ;
সে সব কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে হায় !

(২)

সে সাধের দিল্লী আগ্রা সে ঢাকা মুর্শিদাবাদ,
বিঘোর মলিন আজি, বিরাজে গাঢ় বিষাদ !
সে আনন্দ কোলাহল,
সে সঙ্গীত সুতরল,
কালের ফুৎকারে সব গিয়াছে হে উড়িয়া,
উঠে ঘোর হাহাকার নীলকাশ ভেদিয়া !

(৩)

কি দেখিতে হে আমীর ! আসিয়াছ ভারতে ?
ভারতের সম দুঃখী নাহি কেহ জগতে।
কঠিন দাসত্ব-পাশ,
সকলি করেছ নাশ,
ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য কালের গরভে নীল,
ভারত-নিবাসী আজি ঘোর দীন হীন ক্ষীণ !

(৪)

দেখ দেখ হে আমীর ! এ ভারত ভ্রমিয়া,
কত না প্রাচীন কীর্ত্তি রহিয়াছে পড়িয়া ;
মিনার মস্‌জিদ শত,
মঠ ও মন্দির কত,
কত শত অট্টালিকা কতবা রাজপ্রাসাদ,
পরিণত কাননেতে হায় ! কি ঘোর বিষাদ !

(৫)

কত দীঘি সরোবর কতনা নগর পল্লী,
ধরেছে কানন বেশ শোভে শুধু তরু-বল্লী!
কতনা উদ্যান রম্য,
হয়েছে বন অগম্য,
কত দুর্গ কত গড়, স্তূপে বনে পরিণত,
দরশনে হয় মনে শোকানল প্রোজ্জ্বলিত!

(৬)

তেজে দীপ্ত হুতাশন; গৌরবে উন্নত শির,
হায় রে! সে মুসলমান ভুবন-বিজয়ী বীর,
আঁধারে কাঁদিয়া ফেরে,
পর দ্বারে ভিক্ষা করে,
নিরাশ্রয় নিঃসহায়, নিরুপায় নিঃসম্বল!
দরশনে হে আমীর! নয়নে বহিবে জল!!

(৭)

চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নিবংশ সে হিন্দু সামন্তগণ,
ভারতের কীর্ত্তিস্তম্ভ অপধৃষ্য পরাক্রম,
এবে শৃগালের প্রায়,
আতঙ্কে দিন কাটায়,
করেতে শোভে না এবে শাণিত খরকৃপাণ
ঘোর কাপুরুষ এবে দীন হীন ম্রিয়মাণ!!

(৮)

ভারতের শিল্পকলা সকলি পেয়েছে লয়,
সে অদ্ভুত কারুকার্য্য এবে নাহি দৃষ্ট হয়,
ব্যবসা বাণিজ্য লুপ্ত,
ভারত প্রগাঢ় সুপ্ত,
সোনার ভারতে আজি বিচরে গোলাম জাতি,
পাদুকা বহন করে, আঁধারে পোহায় রাতি!!

(৯)

সে দিল্লীর দরবার ভুবন-বিদিত সভা
ছড়ায়ে পড়িয়াছিল দিগন্তে যাহার আভা,

দেখিবারে যে দরবার,
সাগর হইয়া পার,
আসিত হে কত জন সুদূর য়ুরোপ হতে ;
নাহি সে দরবার এবে আসিয়াছ কি দেখিতে?

(১০)

কি দেখিবে হে আমীর ! ভারত শ্মশান মাঝে,
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী নিত্য নাচিছে করাল সাজে।
অন্ন বিনা তনুক্ষীণ,
দীপ্ত মূর্ত্তি বিমলিন,
বুটাঘাতে প্লীহা ফাটে মরে তাহে কত জন,
হায় ! হায় ! ! ভারতের কি দুর্দ্দশা ! কি পতন ! !

(১১)

হে আমীর ! কি গাহিব তব শুভ আগমনে,
এ কণ্ঠ যে রুদ্ধ আজি ; নতুবা জলদ তানে,
গাইতাম যেই গান,
ল'য়ে উদ্দীপিত প্রাণ,
আসমুদ্র হিমাচল উঠিত হে কাঁপিয়া,
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে বিশ্ব দিতাম হে প্লাবিয়া।

(১২)

নিদারুণ মর্ম্ম ব্যথা বুঝাতে নাহিক ভাষা,
বুঝে লও মনে আজি মোস্‌লেমের যত আশা,
হয়ে বাদ্‌শার জাতি,
আঁধারে পোহাই রাতি,
করযোড়ে পরদ্বারে ভাসিয়া নয়ন জলে,
কৃপা ভিক্ষা করি, ভাগ্যে কেবলি লাঞ্ছনা ফলে

(১৩)

মোস্‌লেম বলিয়া বিশ্বে দিতে আজি পরিচয়,
অপমানে মর্ম্মতন্তু একেবারে ছিন্ন হয় !
নবাব আমীর যারা,
তারা শুধু "ধামাধরা"

শিক্ষিত জীবন শূন্য, অশিক্ষিত পশু প্রায়,
হেলায় খেলায় কাটে জীবনের দিন হায়!

(১৪)

ধমাধরা কাপুরুষ স্বার্থপর নীচ দলে,
মোস্‌লেম সমাজ আজি দিতেছে হে রসাতলে
নাহি কেহ হেন বীর,
কাটি কাপুরুষ-শির,
নীচতা-পাশ বিমুক্ত করি সমাজের তরে,
চালায় সৌভাগ্য-পথে জ্ঞান ধর্ম্ম-বীর্য্য-ভরে।

(১৫)

সেই বীর্য্য সেত তেজঃ সে সাহস সে উদ্যম,
সেই বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সে একতা সে বিক্রম,
সকলি হয়েছে লয়,
আছে ধ্বংস, আছে ক্ষয়,
নীচতা হীনতা আছে, আছে ভিক্ষা অশ্রুজল,
গোলাম গিরির নেশা দিল সব রসাতল।

(১৬)

হে আমীর! কি দেখিতে এসেছ ভারতে হায়!
ভারতে মোস্‌লেম কীর্ত্তি সকলি বিলীন প্রায়।
বিজয়-গৌরব ভরে,
আর নাহি দর্প করে,
ইসলামের জয়-কেতু অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভন।
আল্লাহুর মহানাদে নাহি কাঁপে এ ভুবন।

(১৭)

বাজে না বিজয়-ভেরী এ মৃত ভারতে আর,
উঠে না আকাশ ভেদি বীরত্বের হুঙ্কার,
মোগল পাঠান সুত,
ক্ষত্রিয় রাজপুত,
বহে না বিজয়-কেতু ভারত মাতার আর,
কি দেখিবে হে আমীর! ভারত শ্মশানাকার!

(১৮)

সোনার ভারতে এবে নাহি সুখ শান্তি ছটা,
দুর্ভিক্ষ, কলেরা আদি করেছে রাজত্ব ঘটা ;
তুচ্ছ উদরের দায়,
নর নারী মরে হায়।
সুজলা সুফলা ভূমি, অক্ষয় শস্য ভাণ্ডার,
পল্লীতে পল্লীতে অহো ! উঠে তার হাহাকার ! !

(১৯)

হায় ! এ সিংহের দেশে এবে শৃগালের দল,
নির্ব্বিরোধে বিচরিছে করি মহা কোলাহল !
সে মোগল রাজপুত,
রোহিলা, পাঠান সুত,
সে শিখ মারাঠী, জাঠ সকলেই বল হীন,
ভীরু কাপুরুষ বেশে ভয়ে ভয়ে যাপে দিন।

(২০)

হে আমীর ! দেখ দেখ এ ভারত ব্যাপিয়া,
গৌরব–সমাধি কত রহিয়াছে পড়িয়া,
প্রকৃত মোস্‌লেম যারা,
কবরে শায়িত তারা,
মোস্‌লেমের যশঃকীর্ত্তি জাতীয় সদ্‌গুণ যত,
পূর্ব্ব পুরুষের সনে মৃত্তিকায় পরিণত ! !

(২১)

হে আমীর ! এ হৃদয় জ্বলিতেছে যে অনল,
ইচ্ছা হয় জ্বালি তাহা ভস্ম করি ভূমণ্ডল ;
দুঃখের তরঙ্গমালা,
করিছে ভীষণ খেলা,
ফাটে প্রাণ ঝরে আঁখি কি কহিব মর্ম্ম ব্যথা,
হে আমীর ! প্রাণে প্রাণে বুঝে লও কবি–গাথা।

(২২)

মোস্‌লেম কুল–পাংশুল নীচ নরাধমগণ,
দাসত্ব–কলঙ্ক বহি নিয়ত প্রফুল্ল মন,

তেজঃ দম্ভ স্বাধীনতা,
সম্পদ জ্ঞান বীরতা,
সকলি ভুলিয়া হায় ! পাদুকা লেহনে রত,
নরকের কীট সম কাটে কাল অবিরত !

(২৩)

হে আমীর ! আসিয়াছ যদি এ পতিত দেশে,
জাগাইয়া যাও তবে রুদ্র-দীপ্ত-বীর বেশে ;
দেখি তব বীর মূর্ত্তি,
জাগুক জীবন্ত স্ফূর্ত্তি,
নব আশা নব তেজঃ নবোৎসাহ নবোদ্যম,
বহুক মোস্‌লেম প্রাণে প্রলয় ঝটিকা সম !

(২৪)

ভারত-মোস্‌লেম প্রাণে বাজুক উৎসাহ ভেরী,
ভীম গুরু গরজনে জগৎ কম্পিত করি ;
ঝলুক কর্ম্ম-কৃপাণ,
উড়ুক ধর্ম্ম-নিশান,
জ্ঞান-ধর্ম্ম বীর্য্য-বহ্নি উঠুক ভীষণ জ্বলি,
দাঁড়াই সৌভাগ্য গর্ব্বে, পাপ তাপ শত্রু দলি।

## দীপনা

দিন মাস বর্ষে হায় !
আজি কত যুগ যায় ! !
আর কি ইসলাম-রবি হবে না উদিত ?
জাতীয় জীবনকুঞ্জে,
জ্ঞান-বীর্য্য-ফুলপুঞ্জে,
হায় ! আর কভু নাকি হবে প্রস্ফুটিত ?
সৌভাগ্যের দীপ্ত-রবি,
ধরিয়া মোহন ছবি
উজল করিবে নাকি বিশ্বচরাচর ?
হায় ! কি এমনি যাবে যুগ যুগান্তর ?
ঘৃণিত নগণ্য হ'য়ে,
দীনতা দুর্দ্দশা ব'য়ে
মরমে মরিয়া রবে মোস্‌লেম নিকর !
হইয়া ভিখারী দীন,
সামর্থ্য শকতি হীন,
এমনি কি বিচরিবে ধরণী উপর !
আর কিরে মুসলমান,
ধরিয়া নূতন প্রাণ
শাসিবে না মহাদম্ভে ধরণী মণ্ডল ?
এমনি কি চিরদিন রহিবে দুর্ব্বল ?

২

মূর্খতার তমোরাশি,
এমনি কি রবে গ্রাসি,
চিরদিন মোস্‌লেমের হৃদয়-গগন,
সহি শত অত্যাচার
এমনি কি অনিবাব
মোস্‌লেম পড়িয়া রবে ঘুমে অচেতন ?
পাপের জ্বালায় কিরে,
এমনি মরিবে পুড়ে
লভিবে না কখনো কি ধরম জীবন ?

আর কি জ্ঞানের আলো
ধরা না করিবে আলো,
কোরাণ কি আর নাহি করিবে গ্রহণ?
পুনঃ বীর্য্য হুতাশন,
দহিবে না পাপ বন?
এমনি কাটাবে কাল পশুর মতন,
ভ্রমেও বারেক কিরে হবে না চেতন?

৩

আর কিরে একতায়,
বদ্ধ নাহি হবে হায়,
আর কি গাবে না যশঃ ধরণী মণ্ডল?
চিরদিন হীন ভাবে,
এমনি কি রবে ভবে,
হইয়া আপন-হারা অলস বিকল?
হারাইয়া যশোমান,
হারাইয়া দীপ্ত প্রাণ,
যাপিবে ধরায় কিরে জীবন নিষ্ফল?

শক্তি সাধনার বলে,
আর কিরে ধরা তলে,
লভিবে না আপনার গৌরব আসন?
সবে ভ্রাতৃ ভাবে মিলি,
বাধা বিঘ্ন দূরে ঠেলি,
উড়াবে না মহাদম্ভে বিজয় কেতন?
সমাজ-সেবকগণ,
হয়ে সবে একমন,
দিবে নাকি ঢালি আর দীপ্ত তেজানল,
রাখিতে জাতীয় মান,
জাগিবে রে মুসলমান,
সসাগরা বসুন্ধরা হইবে চঞ্চল,
মোস্‌লেম উন্নতি পথে,
ছুটিবে কর্ম্মের রথে,
শিরায় তাড়িৎ স্রোতঃ প্রাণে মহাবল।

জাতীয় জীবন রবি
ধরি খরতর ছবি,
উজল করিবে না কি বিশ্ব–ভূমণ্ডল ?
ঘৃণিত দাসত্ব ছাড়ি,
ব্যবসা বাণিজ্য ধরি,
ছেদন করিবে না কি দারিদ্র শৃঙ্খল ?
কিম্বা চির দিন রবে এমনি বিকল ?

৪

দর্শনের গবেষণা,
বিজ্ঞানের আলোচনা,
করিবে না আর কিরে মোস্‌লেম গণ !
অতীতে ফিরিয়া হায় !
দেখিবে কি পুনরায়,
কিবা ছিল কি হয়েছে বিঘোর পতন ?
রমণী জাতির তরে,
আদর সম্মান করে,
দিবে নাকি শিক্ষা আর করিয়া যতন ?
অজ্ঞান আঁধারে তারা রবে কি মগন ?

৫

এমনি মৃতের মত,
রবে কি চেতনা হত,
পদতলে চিরকাল হইয়া পতিত ?
সামস উৎসাহ ধরি,
পূত বিভু নাম স্মরি,
আর কি কখনো নাহি হবে জাগরিত ?
দেখায়ে উন্নতি ছটা
ধর্ম্মের বিপুল ঘটা
আর কিরে করিবে না বিশ্ব চমকিত,
কোন হেতু চিরকাল রহিবে পতিত ?

৬

স্বার্থেরে প্রদানি বলি,
ভীরুতারে পদে দলি,

মাভৈঃ মাভৈঃ রবে কাঁপায়ে ভুবন,
ধরি সবে হাতে হাতে,
ছুটে যাবে এক সাথে,
প্রাণে প্রাণে মরি কিবা সুন্দর মিলন !
আহা সে পবিত্র দৃশ্য,
আর কি দেখিবে বিশ্ব,
জাগিবে কি এই মৃত মোস্‌লেমগণ ?
শিরাজী জীবন ভ'রে
কাঁদিবে এমনি ক'রে
কাঁদিবার তরে কিরে তাহার জনম ?
হে নির্জ্জীব মুসলমান !
রাখিতে জাতীয় মান,
এখনো উৎসর্গ কর স্বকীয় জীবন,
এখও আছে বেলা,
আর করিওনা হেলা,
ফিরালে ফিরাতে পার গৌরব-তপন,
এখনও অন্ধকারে ডুবেনি ভুবন !

৭

যত্ন করি প্রাণপণে
সমাজের উদ্ধারণে,
এখনো সকলে মিলে হও অগ্রসর ;
নতুবা তোদের বংশ,
নিশ্চয় হইবে ধ্বংস,
দেখিছ না ভবিষ্যৎ কিবা ভয়ঙ্কর ;
দিবা নিশি অনুক্ষণ
কত যে পরিবর্ত্তন,
ঘটিতেছে পৃথিবীতে নিত্য নিরন্তর ;
যদিরে মঙ্গল চাও,
উন্নতির পথে ধাও
শিক্ষার বিস্তারে সবে হও অগ্রসর !
উচ্চ শিক্ষা আলো ভিন্ন
উপায় নাহিক অন্য,
দেখাইতে সৌভাগ্য উদ্যান মনোহর
উচ্চ শিক্ষা পথে সবে হও অগ্রসর।

মহা-শিক্ষা-সভা কর,
বিশ্ব বিদ্যালয় গড়,
একমনে একসঙ্গে করিয়া যতন ;
সভা ও সমিতি করি,
অগ্নিময় তেজঃ ধরি,
প্রাণের উচ্ছ্বাস রাশি কর বরিষণ।
জড়তা হউক চূর,
মূর্খতা হউক দূর,
মুক্ত হক্ ইস্‌লামের অদৃষ্ট গগন।
নতুবা জানিও ভাই।
কিছুতে মঙ্গল নাই
ধ্বংসের আবর্ত্তে হবে হইতে মগন
এখনও ভবিষ্যৎ ভাব সুধীজন !

## আমীর অভ্যর্থনা

(১)

এস হে আমীর! ভূপতি–রতন,
মোস্‌লেম কুলের গৌরব কেতন!
তব আগমনে
ভারত ভবনে
বহিতেছে কিবা আনন্দ প্লাবন।

(২)

বসন্ত আগমে যেমতি ধরণী
ফুল্ল ফুলদলে সাজয়ে মোহিনী!
জড়তা ভাঙ্গিয়া
উঠেরে ফুটিয়া
কোকিলের কণ্ঠে সুমধুর ধ্বনি।

(৩)

স্নিগ্ধ মলয়ার মৃদুল মিল্লোলে,
উথলে আনন্দে যেমতি কল্লোলে,
লতায় পাতায়,
ধরণীর গায়,
ফুটে সজীবতা শ্যাম দুর্ব্বাদলে।

(৪)

তরুণ–অরুণ কাঞ্চন–কিরণে
মাতায় বসুধা নূতন জীবনে;
কি যেন হরষে,
কি যেন আবেশে
উঠে নব তান এ বিশ্বের প্রাণে।

(৫)

তেমনি আমীর! হে ভূপ ভূষণ,
তোমার আগমে ভারত ভবন,

উৎসাহের ফুলে
উদ্যমের ফলে,
স্ফুরতি-পল্লবে সেজেছে শোভন।

(৬)

তব আগমনে আজি বঙ্গদেশে,
ভাসিছে সকলে পুলকে উল্লাসে
আজি কলিকাতা
কি চারু ভূষিতা
পতাকা পল্লবে কি শোভা বিকাশে !

(৭)

তব আগমনে বৃটীশ কামান,
গরজি ঘোষিছে তোমার সম্মান,
গর্ব্বিত উদ্ধত
শ্বেত-চর্ম্ম যত
তাদের ঔদ্ধত্য আজি তিরোধান !

(৮)

বৃটীশের বাদ্য গাহিছে বন্দনা,
করিছে সকলে মঙ্গল কামনা,
কোটী কণ্ঠ স্বরে
উঠিছে অম্বরে
তব জয় গীতি, কল্যাণ প্রার্থনা।

(৯)

"খাদেমল ইসলাম" যত সভ্যগণ,
লোহিত পতাকা করিয়া ধারণ,
সবে বীর বেশে
আনন্দ উল্লাসে,
করিছে তোমার বন্দনা কীর্ত্তন !

(১০)

মরা গাঙ্গে আজি এসেছে জোয়ার,
মৃত প্রাণে আজি উৎসাহ সঞ্চার !

নগরে নগরে
পল্লী ও প্রান্তরে
হের আজি কিবা আনন্দ ব্যাপার !

(১১)
কি বালক বৃদ্ধ কি যুবকগণ,
তোমার মহিমা করিছে কীর্ত্তন,
তোমার মূরতি
তোমার স্ফুরতি
তোমার মহত্বে মুগ্ধ সর্ব্বজন।

(১২)
দরিদ্র গোলাম ভারত নিবাসী,
আজি মুখে তার ফুটিয়াছে হাসি !
তোমার দর্শনে
হৃদয়ের কোণে,
ফুটিছে ভাবের নব ফুল রাশি।

(১৩)
তপন উদয়ে যথা সূর্য্যমুখী,
নব অনুরাগে হয় মনে সুখী ;
হিন্দু মুসলমান
ভারত সন্তান
তোমার দর্শনে সবে অনুরাগী।

(১৪)
কি দিব আমরা হে ভূপ-রতন !
ধন রত্ন হীন মোরা দীন জন !
করি আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হ'ক সাধ
ঝলুক তোমার মহিমা-তপন।

(১৫)
সমুচ্চ-শিক্ষার বিমল প্রভায়,
সাজাও স্বরাজ্য অতুল শোভায়,

জ্ঞান বীর্য্য শৌর্য্যে
বাণিজ্যে ঐশ্বর্য্যে
জয় জয় ধ্বনি উঠুক ধরায়।

(১৬)

দিকে দিকে তব উড়ুক নিশান,
উঠুক গরজি অযুত কামান!
দিগ্বিজয় বলে
এ মহীমণ্ডলে
রাখ হে বীরেন্দ্র! কীর্ত্তি জ্যোতিষ্মাণ!

(১৭)

এ বিশ্ব-বিজয়ী সিংহের সন্তান
মোস্‌লেম; আজি ঘোর হতমান,
বিজ্ঞান হেলিয়া
অজ্ঞান হইয়া
শক্তি সত্ত্বে আজি শৃগাল সমান।

(১৮)

হে আমীর! সদা রাখিও স্মরণ
বিজ্ঞান-হীনতা—পতন কারণ;
করি প্রাণপণ
করিও সেবন,
বিজ্ঞান-অমৃত লভিতে জীবন

(১৯)

বিজ্ঞান-অমৃত করে যদি পান
তব প্রজাকুল তেজস্বী পাঠান,
তাহলে অচিরে
পৃথিবীর পরে,
বাজিবে তোমার বিজয় নিশান।

(২০)

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিদ্যুত আলোক,
ছড়াইবে মনে যে মহা ঝলক,—

সে মহা ঝলকে
উঠিবে পলকে,
মহা শক্তি এক, কাঁপিবে ভূলোক।

(২১)

সে শক্তির বলে পুনঃ মুসলমান,
নিশ্চয় করিবে অপূর্ব্ব উত্থান !
সে শক্তির বলে
দলি শত্রু দলে,
উড়াবে আবার বিজয় নিশান।

(২২)

হে কাবুল পতি ? হে বীরেন্দ্র বর !
হও মহাকর্ম্মী, মহা ধনুর্দ্ধর
শক্তি সাধনায়
দেখাও ধরায়,
কি তেজঃ প্রদীপ্ত ইসলাম-ভাস্কর !

(২৩)

পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের হীনতা,
পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের দীনতা,
করহ খণ্ডন
হে নৃপ ভূষণ !
হক্ তব শক্তি মহিমা মণ্ডিতা !

(২৪)

বৌদ্ধ জাপান, বাধা বিঘ্ন দলি
চাহিয়াছে আজ রক্ত আঁখি মেলি !
প্রতাপে তাহার
কাঁপিছে সংসার !
এসিয়া আফ্রিকা মহা কুতূহলী !

(২৫)

বীরপ্রসূ ভূমি, তোমার আফগান
'জাল' 'রোস্তমে'র পুণ্য লীলাস্থান !

চির স্বাধীনতা
সদা বিরাজিতা,
তব পূত দেশে হে ভূপ মহান।

(২৬)

এ হেন দেশের তুমি হে ভূপতি,
রাখিও ধরায় বীরত্বের খ্যাতি,
বীরত্বই ধর্ম্ম
বীরত্বই কর্ম্ম
ভুলনা ভুলনা ওহে মহামতি !

(২৭)

কি আর লিখিব সঙ্কুচিত প্রাণে,
কিবা উপহার দিব শ্রীচরণে,
করি নিবেদন
রাখিও স্মরণ,
পতিত দলিত এ অভাগা গণে।
হয়ে শক্তিধর বিজ্ঞান চর্চ্চায়
বাণিজ্যে ঐশ্বর্য্যে বীরত্বে শিক্ষায়,
দলি অরি দলে
ভুজ বীর্য্য বলে,
মহীয়সী কীর্ত্তি রাখহে ধরায়।

সমাপ্ত